শান্তিপুর-রত্ন।

অর্থাৎ

শাস্ত্রবিশারদ সাধু হরিমোহন প্রামাণিকের

জীবন চরিত।

শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীবীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক

সংশোধিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৩০৯ নং অপার চিৎপুর রোড, "কৃষ্ণ প্রেসে"

শ্রীচতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

জ্ঞানগরিষ্ঠ

শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক

এম, এ, বি, এল,

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

শ্রদ্ধে। সুধীবর!

আমি বহুযত্নে আমার একান্ত ভক্তিভাজন আপনার স্বর্গীয় পিতা—দেবোপম বিমলাত্মা—সাধু হরিমোহন প্রামাণিক মহানুভবের অসামান্য জীবনচরিত, ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আপনি তাঁহার কুলোজ্জ্বল সৎপুত্র; সেই জন্য—বিশেষতঃ আপনি প্রতিবেশীর কল্যাণকামী—আমাদের মহৎবল ও সহায় বলিয়া—আপনার প্রতি আমার যে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান-বুদ্ধি আছে, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই চরিত-গ্রন্থ আপনাকে উপহার প্রদান করিতেছি। সামান্য হইলেও, ইহা আপনার গ্রহণীয়। আপনি যথার্থ পিতৃমর্য্যাদক; এ গ্রন্থ আপনার পিতৃদেবের প্রকৃত মর্য্যাদা প্রকাশ করিতে না পারিলেও, তদর্থে লিখিত বলিয়া, আশা করি, ইহার প্রতি আপনি সানুরাগ দৃষ্টি করিবেন। ইহা আপনার অনুরাগ আকর্ষণে ও প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হইলেই আমি অতীব সুখ ও সন্তোষ লাভ করিব।

একান্ত অনুগত

শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক।

লেখকের নিবেদন।

স্বর্গীয় সাধু হরিমোহন প্রামাণিক মহানুভবের জীবনচরিত মুদ্রাঙ্কিত হইল। আজ আমার পরম আনন্দের দিন। আমার বহুদিনের মনস্কামনা আজ পূর্ণ হইল।

এই গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও আমার ক্ষমতার তুলনায় বৃহৎ। আমি ইহার জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। এতৎপাঠে যদি কেহ কিঞ্চিৎ উপকার ও আনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই আমার সে যত্ন ও পরিশ্রম সফল হইবে।

আমার পূজনীয় পিতাঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের সংশোধন করিয়াছেন, কোনও কোনও স্থান লিখিয়াছেন এবং রচনা বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছেন;—অধিকাংশ বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছি। কোনও কোনও বিবরণ আলোচ্য সাধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় প্রাচীন লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি। কয়েকটি বিবরণ সাধুর পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তান্ত তাঁহাদের বংশাবলী তালিকা হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

এই গ্রন্থ লিখিয়া লাভবান্ হওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। পিতাঠাকুর মহাশয়ের মুখে মহাত্মা হরিমোহনের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিনয়, সৌজন্য, বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা, সদাচার ইত্যাদি মহদ্‌গুণের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে। সেই শ্রদ্ধাভক্তিই এই গ্রন্থ লিখনের হেতু। ইহা দ্বারা উক্ত সাধু মহাত্মার গৌরবঘোষণা ও স্মৃতিরক্ষা করাই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

গ্রন্থের তুলনায় উপক্রমণিকা অতি দীর্ঘ হইয়াছে।—কেন হইয়াছে,—হৃদয়বান্ ও বুদ্ধিমান্ পাঠক, সহজেই বুঝিতে পারিবেন ;—তাহা বুঝাইবার জন্য আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ হয়না ; তথাপি বলি, লিখিতে হয় বলিয়া আমি উপক্রমণিকা লিখি নাই।

শান্তিপুর, ১৮২০ শক।

শ্রী যোগানন্দ প্রামাণিক।
লেখক।

উপক্রমণিকা।

মহজ্জনের জীবনচরিত-পাঠে কি উপকার দর্শে—মহতের চরিতাদর্শ, সমুন্নত জীবন-গঠন-বিষয়ে কিরূপ সহায়তা করে,—এই উন্নতির যুগে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। অধুনা এতদ্দেশীয় আত্ম-হিতেচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রই মহচ্চরিত-পাঠে একান্ত অনুরাগী। নাটক উপন্যাসের পাঠকগণও জীবনচরিত-পাঠে বিতৃষ্ণ নহেন। ইহা একটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে জীবনচরিত-গ্রন্থের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক মহদ্ব্যক্তির দুই তিন বা ততোধিক প্রকার জীবনচরিত প্রচারিত হইয়াছে।

শান্তিপুরে কয়েকজন স্মরণীয় মহাত্মার মধ্যে কেহ জ্ঞানে, কেহ ধর্ম্মে—কেহ বা জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত আদর্শ-স্থানীয় অসাধারণ জীবন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে কেবল দুই জনের জীবনী লিখিত হইয়াছে। তাহাও ভিন্ন স্থানের লোক কর্ত্তৃক—তাহাতে স্থানীয় কোনও ব্যক্তির যত্ন উৎসাহ বা সাহায্য সহানুভূতি কিছুমাত্র দেখা যায় নাই। তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হওয়ার উপযোগিতাও স্থানীয় লোকের বোধগম্য হয় নাই। আমরা দেখিতেছি, এই দুই জনের জীবন-গ্রন্থ অনেকের কল্যাণ সাধন করিতেছে। উহা কি নবীন কি প্রবীণ সর্ব্ববিধ লোকেরই শিক্ষাপ্রদ ও প্রীতিজনক হইয়াছে। অন্যান্য মহাত্মাগণের জীবনচরিতও লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয়, ইহার ঔচিত্য-চিন্তায় কৃতবিদ্যগণ সম্পূর্ণরূপ উদাসীন।

আমাদের কথায় কেহ কেহ হয়ত, বলিবেন, শান্তিপুরে জীবনচরিত লিখিবার উপযুক্ত লোক কে ছিলেন? উচ্চকণ্ঠে

আমরা বলি, পণ্ডিত-কুল-কেশরী সুপ্রসিদ্ধ গোস্বামি ভট্টাচার্য্য এবং পাণ্ডিত্য ও ধার্ম্মিকতার উচ্চ মঞ্চে আরূঢ়—পরম ভাগবত—সাধু হরিমোহন প্রামাণিক। সুরধুনী-কাব্যলেখক রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, গোস্বামি-ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

পবিত্র-অদ্বৈতবংশ-পঙ্কজতপন,
সাহসী গোঁসাই ভট্টাচার্য্য মহাজন,
পণ্ডিত-পটল-পদ্ম প্রভাময়-মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।

ঈদৃশ ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা কি উচিত নহে? হরিমোহন, সংস্কৃতগ্রন্থকার, সংস্কৃতকবিশ্রেণীভুক্ত, নানা শাস্ত্রবিশারদ, পরম ধার্ম্মিক। হরিমোহনের অসাধারণ জ্ঞান, ভক্তি, সাধুতা, সদাচার, উদারতা, অমায়িকতা ও অকিঞ্চনতা কি শান্তিপুর বিস্মৃত হইয়াছে? তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত কি লেখিতব্য নহে?—আলোচ্য নহে?

আমাদের বিবেচনায় এই দুই মহাত্মার জীবনী লিখিত না হওয়া, শান্তিপুরস্থ লিখনসমর্থ ব্যক্তিগণের একটি মহতী ত্রুটি। অনেকে হয়ত, ইহা স্বীকার করিবেন না;—করিলেও কোনও ফলোদয় হইবে না;—ইঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না। বিদেশীয় কোনও ব্যক্তি ইঁহাদের জীবনবৃত্তান্তে অভিজ্ঞ নহেন; অতএব বলা যাইতে পারে, উক্ত মহাত্মাদ্বয়ের জীবনী লিখিত হইবার কোনও আশা নাই। ইহা বুঝিয়া অনুপযুক্ত হইয়াও, আমরা শেষোক্ত সাধু হরিমোহনের জীবনী প্রকাশ-বিষয়ে হস্তার্পণ করিলাম।

সাধু হরিমোহন যথার্থই শান্তিপুর-রত্ন—শান্তিপুরের গৌরব,

বস্তু। তাঁহার পরলোক গমনে শান্তিপুরে যে অভাব ঘটিয়াছে, কোনও কালে তাহা দূরীভূত হইবে না,—কেহ কখনও তাঁহার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন না। হরিমোহন নদীয়ার আলোক;—বঙ্গদেশেরও সমাদরের সামগ্রী। বঙ্গের গুণজ্ঞ সমাজে—পণ্ডিত মণ্ডলীতে—তিনি পরিচিত ও সমাদৃত ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অপ্রগল্‌ভতা, খ্যাতিপ্রতিপত্তি-লাভে অযত্ন বা অনাসক্তিই তাঁহাকে বঙ্গদেশের আপামরসাধারণের মধ্যে অপরিচিত রাখিয়াছে। আজ কাল জ্ঞানানন্দ বিদ্যানন্দ আদি কত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। চেষ্টা করেন নাই বলিয়াই হরিমোহন তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত বিদ্যা ও সদ্‌গুণ তাঁহাতে অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল—আজ কালকার জ্ঞানানন্দ বিদ্যানন্দ অপেক্ষা শতসহস্র গুণে অধিক ছিল।

হরিমোহন বহুদর্শন-জ্ঞানে শান্তিপুরে অদ্বিতীয়। তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে বঙ্গদেশেও কেহ তাঁহার ন্যায় নানা শাস্ত্রের পার দর্শন করেন নাই,—কেহ তাঁহার ন্যায় নানা ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন নাই। সংস্কৃতভাষা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ইহা শান্তিপুরের প্রাচীন মাত্রেই স্বীকার করিবেন। শূদ্রকুলে গৃহিগণের মধ্যে প্রকৃত বৈষ্ণবতায়—বৈষ্ণবোচিত বিশ্বাস নিষ্ঠায়—এদেশে তাঁহার তুল্য কেহ ছিলেন না; অথবা ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই।

বিক্রমপুর ব্রজগঞ্জের অন্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী নিবাসী গুরুপ্রসাদ সেন গুপ্ত মহানুভব স্বরচিত পদচিন্তামণিমালানামক পদগ্রন্থে বৈষ্ণব-বন্দনার সঙ্গে উক্ত হরিমোহনের বন্দন করিয়াছেন এবং

তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন আমরা পদচিন্তামণিমালা হইতে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

বড়ারি।

* * * *

শান্তিপুর নিবসতি, শ্রীহরিমোহন,—
আখ্যা যাঁর প্রামাণিক আছেত ঘোষণ।
ভকতি শাস্ত্রের তেঁহ পণ্ডিত ভাল।
দরশ না পানু মুই ভকতি কাঙ্গাল।

* * * *

তাঁহাদের পদে মোর বহুত প্রণতি।

এতৎপাঠে বুঝা যাইতে পারে, হরিমোহন বৈষ্ণবতায় কিরূপ উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়াছেন,—যাঁহারা সরলবুদ্ধি সাধুজনোচিত উদারভাবে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াছেন,—যাঁহারা প্রাজ্ঞোচিত বুদ্ধিতে অপক্ষপাতে তাঁহার চরিত্রের বিচার করিয়াছেন,—তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে আমাদের উক্তির পোষকতা করিবেন, সন্দেহ নাই। নিতান্ত স্থূলদর্শী লোকজ্ঞতাবিহীন ব্যক্তি ভিন্ন সকলেই অন্তরের সহিত বলিবেন,—হরিমোহনের জীবন অতি উন্নত—অনাসক্ত ভক্ত জীবন—অতি নির্ম্মল সাধু জীবন।

আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তি দ্বারা তাঁহার জীবনের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত হইবে কি না সন্দেহ।—আমাদের অক্ষমতার অঙ্কন দোষে সে সমুজ্জ্বল প্রভাময় জীবনের ছবি হয়ত ক্ষীণজ্যোতি প্রকাশ করিবে। এই ভাবিয়া আমরা সঙ্কুচিত হইতেছি। পাঠকবর্গ আমাদের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া, সুপণ্ডিত সাধু হরিমোহনের মহদ্গুণের যথাযথ সমাদর করিবেন, এই প্রার্থনা।

শান্তিপুর-রত্ন

অর্থাৎ

শাস্ত্রবিশারদ সাধু হরিমোহন প্রামাণিক।

পূর্ব্ব পুরুষ।

১১৫৫ সালে সমুদ্রগড় গ্রাম হইতে যুগলকিশোর প্রামাণিক নামক তিলি জাতীয় একজন সৎলোক, শান্তিপুর আসিয়া বাস করেন। ১১৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, কনিষ্ঠ মাণিকরাম। ১১৯৬ সালে মাণিকরাম পৃথক হন। রামচন্দ্র, সুবুদ্ধি শান্তচিত্ত সত্যবাদী ও অতিশয় ধর্ম্মানুরাগী। ধার্ম্মিক রামচন্দ্র, দেশীয় থানবস্ত্রের ব্যবসায় করিতেন। ব্যবসায়সূত্রেও তিনি কখনও মিথ্যা প্রবঞ্চনা করেন নাই। তিনি উক্ত ব্যবসায় দ্বারা বহুধন উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়া অতীব সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হন। তিনি ১২০৭ সালে ২৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী তিথিতে আপন ইষ্টদেবের নামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মণিময় মহাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত * করিয়া সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২৫০০১৲ টাকা এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার প্রভৃতি দেবোত্তররূপে প্রদান করতঃ ধার্ম্মিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি ১২১৭ সালে ৯২। ৯৩ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন।

---

* এই বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ। প্রতিষ্ঠাতার ভাগ্য ও যত্নগুণে বিগ্রহ, সুন্দর ভঙ্গি ও শ্রীসম্পন্ন।

তাঁহার অতি আশ্চর্য্য মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুর ৩।৪ মাস পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন, শীঘ্রই আমাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি এই অচির মৃত্যুর অনুজ্ঞানবিষয় নানাপ্রকার কার্য্য ও বাক্য দ্বারা ব্যক্তও করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে তাঁহার কিঞ্চিৎ শারীরিক গ্লানি উপস্থিত হয়, সেই দিবস "আট দিন মধ্যে আমার মৃত্যু হইবে" বলেন, এবং চিকিৎসকের নিষেধ না শুনিয়া পদব্রজে সংকীর্ত্তনকারীদিগের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমন করিতে উদ্যত হন। শেষে অনেক অনুরোধে শিবিকারোহণ করিয়া এমত সচ্ছন্দভাবে গমন করেন যে, তাহা দেখিয়া প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকেরা "বুড় বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছেন," বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিল। স্বচ্ছন্দ দেহ বৃদ্ধ রামচন্দ্র, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া সপ্তাহ ভাগবতাদিধর্ম্মগ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিয়া অষ্টম দিবসে দেহ ত্যাগ করেন।

মহাত্মা রামচন্দ্রের তিন পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম স্বরূপচন্দ্র। তিনি অল্প বয়সে লোকান্তরগত হন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম সনাতন ও কনিষ্ঠের নাম রাধামাধব। * তাঁহারা উভয়েই পিতার অনুরূপ, সদ্‌গুণ সম্পন্ন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ।—ধনসম্পদের সুখতরঙ্গে ভাসমান হইয়াও বিনীত ও নিরহঙ্কার। পিতার মৃত্যুর পর, (১২২৪ সালে) তাঁহারা নবদ্বীপাপতি গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট হইতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র তঙ্কা পণে ১৫ মৌজাবিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রপুর ও ৫৭ মৌজাবিশিষ্ট মহৎপুরের পত্তনীসত্ত্ব ক্রয় করেন। এই বিপুল জমীদারীতে তাঁহাদের আয়ের পথ বিলক্ষণ প্রসারিত হয়।

---

* ১৭০৭ শকে রাধামাধবের জন্ম হয়।

দুই ভ্রাতায় সৌহার্দ্দে সদ্ভাব করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে থাকেন। রাধামাধব বাবুর বড় মানুষী চালচলন ছিল, প্রচুর ধনাগমে ক্রমে ক্রমে তাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল একারণ কিছুদিন পরে (১২২৬ সালে,) তাঁহাকে পৃথক্ হইতে হইল। জমীদারী, অন্যান্য সম্পত্তি ও নগদ টাকা * তুল্যাংশে বিভক্ত হইল। পৈতৃক দেবসেবা দুইজনে ছয় মাস করিয়া করিবেন, এবং রাসাদি পর্ব্বগুলি বর্ষ-পর্য্যায়ে করিবেন এইরূপ স্থির হইল। (তাঁহাদের বিষয়বিভাগের জন্য মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হয় নাই।)

রাধামাধব বাবু বিশিষ্ট বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারসী ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলনে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি বিদ্যার বিস্তারেও যত্নশীল ছিলেন। পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, স্বয়ং অনেককে শিক্ষাদান করিতেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথমাবস্থায় শান্তিপুরে তিনিই উহার প্রথম শিক্ষাদাতা। তৎকালের ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁহার ছাত্র।

রাধামাধব বাবুর বাবুগিরি চালচলন ছিল বটে; কিন্তু তিনি অনুচিত ভোগাসক্ত—বিকট বিলাসী—ছিলেন না, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন না †। তাঁহার অতিশয় কৃষ্ণভক্তি ও বৈষ্ণবতা ছিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান, ভক্তিসহকারে পূজা আহ্নিক ও নামজপাদি ধার্ম্মিকোচিত অনুষ্ঠান করিতেন। বৈষ্ণবীয় আচারপালনে বিশেষ

* নগদ টাকা ধামায় করিয়া ভাগ করা হইয়াছিল।

† রাধামাধব বাবু কখনও পরনারী স্পর্শ করেন নাই।

শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। ধার্ম্মিক রাধামাধব,অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। মৎস্য মাংসাদি অবৈষ্ণবীয় আহার্য্য আহার করিতেন না। তিনি শিবিকা আরোহণে গঙ্গাস্নানে যাইবার নিমিত্ত আটজন উড়িয়া বেহারা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদা তাহারা একটা মেষ বধ করিয়া তাহার মাংস আহার করিয়াছিল; তিনি তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ বেতন শোধ করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করেন।

তাঁহার নিবাসপল্লীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল বৃক্ষ ছিল; পল্লীস্থ অনেক তন্তুবায় তাহার তলে টানা প্রস্তুত করিতেন। তিনি সেই বৃক্ষটি বিক্রয় করেন। তন্তুবায়েরা জানিতে পারিলেন, ক্রেতা শীঘ্রই বৃক্ষটি ছেদন করিবেন; এজন্য তাঁহারা চিন্তিত হইলেন। একজন বলিলেন, "গাছের উপর কাকের বাসা আছে, উহাতে ছানা হইয়াছে; গাছ কাটিলে, ছানাগুলি মারা যাইবে। বাবু ইহা জ্ঞাত হইলে, কখনই গাছ কাটিতে দিবেন না। চল, তাঁহাকে ইহা জানাই।" সকলে "ভাল পরামর্শ" বলিয়া, রাধামাধব বাবুকে জানাইলেন,—"বাবু তেঁতুল গাছটা কাটিলে অনেকগুলি জীবহত্যা হইবে; উহার উপর কাকের ছানা হইয়াছে।" বাবু বলিলেন, "বটে! তাহা ত জানি না। এখনই বিক্রয়ের টাকা ফেরত দিতেছি।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা ফিরাইয়া দিবার অনুমতি দিলেন। গাছটি চিরকালের জন্য রহিয়া গেল। ইহাতে বুঝা যাইতে পারে, তিনি কিরূপ মহৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন,—প্রাণী-হিংসাকে কত গুরুতর পাপ মনে করিতেন।

রাধামাধব বাবু কেবল বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ছিলেন না; তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই বটে; অনেক গীত, কীর্ত্তনের পদাবলী ও সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সকল অতি উপাদেয়। তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার একটি সখের যাত্রাদল ছিল। যাত্রার পালা রচনা করিয়া, স্বয়ং সেই দলে তাহার শিক্ষা দিতেন। দলের গায়কেরা প্রত্যহ, তাঁহার প্রসন্নতার পরিচায়ক উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন উপহার পাইতেন।

একবার তাঁহার ঠাকুরবাটীতে রাসের সময় একটি যাত্রার দল আসিয়াছিল; তিনি দলাধিকারীকে ভাল করিয়া দল করিবার জন্য, এক সহস্র টাকা দিয়া বলেন, "এ টাকা আর দিতে হইবে না; প্রতিবৎসর রাসের সময় আমার ঠাকুরবাড়ীতে গান করিবে।"

রাধামাধব বাবুর অনেক পারিষদ্ ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত বিলক্ষণ প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন,—তাঁহাদের উপর আত্মবৎ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহারা তাঁহার সানুরাগ ব্যবহারে ও সদ্‌গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন।

উচ্চাশয় রাধামাধব বাবু, একটী অসহায় সাহেব বালককে বিপন্মুক্ত করিয়া, স্বীয় আলয়ে আশ্রয়দান এবং তাহার প্রতিপালন ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

জন্ম ও বাল্যকাল।

রাধামাধব বাবুর সাত পুত্র ও ছয় কন্যা। আমাদের হরিমোহন কনিষ্ঠ।* ১৭৪৮ শকের ৫ই পৌষ মঙ্গলবারে হরিমোহনের জন্ম হয়।

হরিমোহনের জন্মবিবরণ বর্ণনযোগ্য; তাঁহার জন্ম-সময়ে কোনও ধাত্রী উপস্থিত ছিল না; তিনি, বিনা সাহায্যে সহজে আপনা আপনিই ভূমিষ্ঠ হন। তাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী রমণী-গণ, অতিশয় আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। রাধামাধব বাবু তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন;—তাঁহার পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে পিতার অন্তঃকরণে বিষম উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তাহা না হওয়ায় তিনি, হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক রমণীগণকে হরিধ্বনি করিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত মহিলা মিলিত হইয়া হরিধ্বনি করিতে

---

* রাধামাধব বাবুর প্রথম পুত্রের নাম রাধাশ্যাম, দ্বিতীয় পুত্রের নাম বিশ্বম্ভর। রাধাশ্যাম, ১৭৩৭ শকে জন্মগ্রহণ এবং ১৭৬৪ শকে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন কন্যা জন্মে। তিনি পারসী, ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখাপড়া এবং মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর, ১৭৪০ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৬০ শকে পরলোকগত হন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। যথাসময়ে তিনি এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন, সেই পুত্রের "দীননাথ" নাম রাখা হয়। দীননাথ, পিতৃব্য হরিমোহনের অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাধামাধব বাবুর অপর চারি পুত্রের মধ্যে তিন পুত্রের নাম,—বংশীবদন, অস্তি ও প্রাপ্তি। এক পুত্রের নাম প্রাপ্ত হই নাই। অতি অল্প বয়সে সেটির মৃত্যু হইয়াছিল।

থাকেন। কাহারও জন্মকালে "উলূলূ" ধ্বনি ব্যতীত হরিধ্বনি হয় না। হরিমোহনের জন্মকালের হরিধ্বনি একটি অদ্ভুত ব্যাপার বলিতে হইবে। হরিমোহনের জন্মক্ষণ অতি শুভ। শুভক্ষণে রাধামাধব বাবুর সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার বাসবাটী ও দেবালয় উৎসবপূর্ণ হইল। পুত্রের জন্মোপলক্ষে তিনি অনেক-ব্যয়ভূষণ করিলেন।

অনন্তর ছয়মাস অতীত হইলে, রাধামাধব বাবু, বহু ব্যয়ে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। জন্ম-কালে অন্তঃপুর মধ্যে হরিধ্বনি হইয়াছিল বলিয়া, পুত্রের নাম রাখিলেন,—হরিমোহন।

রাধামাধব বাবুর সমৃদ্ধি, বদান্যতা, উদারতা, পাণ্ডিত্য, কবিত্ব এবং ধার্ম্মিকতার খ্যাতি এই সময়ে দেশব্যাপ্ত; তাঁহার পরিবার একটী সর্ব্বজন-মান্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবার। হরিমোহন এই পরিবারে—জ্ঞান-ধর্ম্মে সমুন্নত এবং বিষয়-বিভবে সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত এই আদর্শ সৎপরিবারে লালিতপালিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে চারি বৎসর গত হইল। হরিমোহনের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত দেখিয়া রাধামাধব বাবু, তাঁহার হাতে খড়ি দিলেন। পরে স্বয়ংই তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি শিক্ষাদানে সুনিপুণ ছিলেন; বহু লোককে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

হরিমোহন, যে সময়ে পিতার নিকট লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বাঙ্গালাশিক্ষার প্রণালী এক্ষণ-কার মত ছিল না। কিতাবদি শিক্ষাই বাঙ্গালার চূড়ান্ত শিক্ষা ছিল। গুরুপাঠশালায় সেই শিক্ষাই হইত। বাটীতে পিতার

নিকট এবং বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন গুরুমহাশয়ের নিকট হরিমোহনের সে শিক্ষা হইল। প্রথম হইতে তাঁহার পাঠস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তিনি সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন। ক্রীড়ামোদে সময় নষ্ট করিতেন না। এ কারণ অল্পদিনেই অনেক শিক্ষা করিলেন। হরিমোহনের ন্যায় বিদ্যানুরাগী বালক তৎকালে আর কেহই ছিল না। বিদ্যানুরক্ত পিতার দৃষ্টান্তে বাল্যকালে হরিমোহনের অধ্যয়নাসক্তি প্রবল হয়। তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় ক্রীড়ামোদ ভাল বাসিতেন না। সঙ্গিগণ তাঁহাকে ক্রীড়াস্থলে আপনাদের ইচ্ছামত সময়ে প্রাপ্ত হইত না। তিনি অন্যান্য বালকের মত অসময়ে ক্রীড়া করিতেন না। হরিমোহন, দুষ্টামি জানিতেন না; ক্রীড়াকালে কোনও সঙ্গীর সহিত তাঁহার কলহ হইত না। তিনি গৃহে দাস-দাসীর উপর কোনও অত্যাচার অথবা জননীর নিকট কখনও কোনও রূপ দৌরাত্ম্য করিতেন না। পিতাকে অতিশয় ভক্তি-প্রদর্শন করিতেন। কখনও তাঁহার আদেশ-বহির্ভূত কার্য্য করেন নাই। তাঁহাতে বালস্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা কিছুমাত্র ছিল না। বাল্যেই তিনি স্থির ধীর—শান্ত-স্বভাব ছিলেন। তাঁহার এইরূপ অসাধারণ প্রকৃতি, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণের বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল।

বাঙ্গালা শিক্ষা হইলে, তাঁহার পিতা, তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। স্বাভাবিক শিক্ষা-সামর্থ্যে, তিনি কিছু দিনের মধ্যেই কয়েক খানি গ্রন্থের অধ্যয়ন শেষ করিলেন।

বাল্যকালেই হরিমোহনের প্রকৃতিতে ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। বাল্যকালেই তিনি মালা গলায় দিয়া তিলক

করিয়া বৈষ্ণব সাজিতেন। বাবুর বেশভূষা অপেক্ষা বৈষ্ণব বেশে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃ কালে ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিমোহনের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহার ধার্ম্মিক পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

যৌবন কাল।

ক্রমে হরিমোহন, যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে হরিমোহনের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। রাধামাধব বাবু, পুত্রের বিবাহে যথোচিত সমারোহ করিলেন। বিবাহের পর, হরিমোহনের ধর্ম্মভাব আরও জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। বিবাহের পর, অনেকেই বিলাসী হইয়া পড়েন; হরিমোহন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি পত্নীকে ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী মনে করিতেন। হরিমোহনের পত্নীও তাঁহার অনুরূপ স্বভাবসম্পন্না; তিনি স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইলেন। হরিমোহন, মনোনীতা সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া, ধর্ম্মসাধনে পরম সুখ লাভ করিতে লাগিলেন। পিতার পুণ্যে ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সংসার পুণ্য-শান্তির সংসার হইল।

সাধু হরিমোহন পরিণত বয়সে, কবিরাজ কালিদাস সেন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। (কালিদাস সেন, তাঁহাদের গৃহ চিকিৎসক এবং তাঁহার পিতার অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।) সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি

ছিল, তিনি নিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।) সেন মহাশয় হরিমোহনের অসাধারণ শিক্ষা-সামর্থ্য—বুদ্ধি মেধাদি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন; তাঁহার অধ্যাপনায় পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি অধ্যয়নানুরাগী গুণাকর হরিমোহন, সংস্কৃত শিক্ষার অনেক উন্নতি করিলেন। কয়েক বৎসর পরে, সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তৎকালে শূদ্রেরা সংস্কৃত শিক্ষা পাইতেন না;—চতুষ্পাঠীতে শূদ্রের সংস্কৃত শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণ কোনও শূদ্র, সংস্কৃতজ্ঞ হইতে পারিতেন না। হরিমোহন সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হওয়ায়, শান্তিপুরের সকল স্থানে, তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরিমোহনের সমকালে শান্তিপুরে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও, অতি অল্প লোক সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতেন।—ব্যাকরণ পর্য্যন্তই অনেকের শিক্ষার সীমা ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ শূদ্র হরিমোহনের যশঃ কীর্ত্তিত না হইবে কেন?

বিবাহ অন্তে কিছু দিন গত হইলে, হরিমোহন ফরিদপুর নিবাসী শ্রীঅদ্বৈত বংশজাত শ্রীযুক্ত রামমোহন গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। দীক্ষামন্ত্র গ্রহণের পর, তিনি প্রকৃত একটি বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ান,—বৈষ্ণবোচিত সমস্ত আচরণ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হন—নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত যথানিয়মে ভজনসাধন নামজপাদি করিতে থাকেন।

তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। এই সময় হইতে কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম হইতেই কীর্ত্তনে তাঁহার একান্ত অনুরাগ

জন্মিয়াছিল। তৎকালে এক্ষণকার মত পদকল্পতরু পদসমুদ্র ইত্যাদি পদাবলীর গ্রন্থ ছিল না; ভক্ত-গায়কগণের মুখে শ্রুত হইয়াই, কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে হইত; কোনও ভক্তের মুখে কোনও পদ শ্রবণ করিলেই, হরিমোহন তাহা লিখিয়া লইতেন। কীর্ত্তন-গানকে তিনি একটি সাধনাঙ্গ জ্ঞান করিয়াছিলেন। যাঁহার নিকট হইতে কীর্ত্তনের পদ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহার নিকট তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেন। কীর্ত্তনের পদ লিখিয়া তাহার নীচে তাঁহার নামটি লিখিয়া রাখিতেন।

কীর্ত্তন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষালিপ্সু হরিমোহন, বাদ্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৭৬৬ শক।) বেজপাড়া নিবাসী বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার শিক্ষক হইলেন। হরিমোহন, বাদ্য শিক্ষারম্ভের দিন ক্ষণ এবং শিক্ষাদাতার নাম একখানি খাতায় স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। খাতায় এইরূপ লিখিত আছে।—

"১২৫১ সাল ৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার, রথযাত্রার দিবস বেলা তিন প্রহরের পর, বাদ্যশিক্ষা আরম্ভ। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য শিক্ষাগুরু।" তিনি এই শিক্ষাগুরু বিধুভূষণভিন্ন শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গোস্বামী প্রভুর নিকটেও কিছু দিন বাদ্য শিক্ষা করেন।

অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি একজন সুনিপুণ বাদক হইয়া উঠিলেন। সমস্ত যন্ত্র-বাদনে সমর্থ হইলেন,—খোল ও পাখো-আজে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিলেন। কীর্ত্তনিয়ার ন্যায় কীর্ত্তন গান করিতে সক্ষম হইলেন।

কিছু দিন পরে, তাঁহার নিকটে কত লোক বাদ্য শিক্ষা করিতে লাগিল। শান্তিপুরের সর্ব্বজন-পরিচিত খোলবাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ প্রামাণিক এবং অভিজ্ঞ কীর্ত্তনগায়ক

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালচরণ দাস বাবাজী, তাঁহার নিকট শিক্ষিত। গুণাকর হরিমোহন বাবু, পিতার ন্যায় গীত-রচনায় সুদক্ষ হইলেন। তিনি হরিনাম ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গীত অর্থাৎ কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য গীত রচনা করিতেন না। কীর্ত্তন-রচনা তাঁহার প্রীতিকর বিলাস হইল। এই সময় তিনি একটি নগর কীর্ত্তনের সম্প্রদায় করিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ পুণ্যদিন উপলক্ষে মহা আয়োজন করিয়া, নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতে বাহির হইতে লাগিলেন। নগর-সঙ্কীর্ত্তনের সময় রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। সে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এক মহা ব্যাপার। সংকীর্ত্তনের মধুর রবের সহিত মিলিত মৃদঙ্গ কর-তাল রামশিঙ্গা ও দামামাদির গভীর রব, নগর মুখরিত করিতে লাগিল। সে সংকীর্ত্তনে শান্তিপুর বিমল প্রেমানন্দ-নীরে ভাসিতে লাগিল।—সঙ্কীর্ত্তনের দৃশ্য সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। সাধু হরিমোহনের ভাবময় মধুর-ভঙ্গি,—পুণ্যময় মুখশ্রী, কত লোকের নিদ্রিত ধর্ম্মভাব জাগ্রৎ করিতে লাগিল। তাদৃশ নগর-সংকীর্ত্তন তৎকালে বঙ্গদেশের আর কোথায়ও হয় নাই। নগর-কীর্ত্তনে নামভিন্ন লীলাগানও হইত। হরিমোহন বাবু, মহাজনী-পদে মোহারা ও মিল বাঁধিয়া, নগর কীর্ত্তনের আকার করিয়া লইতেন।

শ্রীরাধিকার বিরহপ্রমাদ-বর্ণনাপূর্ণ মাথুর পদাবলীতে সংযুক্ত একটী মোহারা এই ;—

আজ কুঞ্জ কি আনন্দময় !
বুঝি তৃষিত চাতকীর ভাগ্যে
জলধর হইলেন উদয় ;

শুকসারীগণ, সুখে কয়ে গান,
আজ বৃন্দাবন সুখময় ;—
আমার পরাণ বঁধুয়া আজ পেলাম গো
জুড়াল হৃদয় ! !

তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, নিয়মিতরূপে কীর্ত্তন হইত। হরিমোহন বাবু, কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া কীর্ত্তনিয়াদিগের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনিয়াগণের অধিকাংশই তাঁহার পল্লীস্থ লোক—নিকট প্রতিবেশী। তাঁহার সাধুতা ও সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া, ভিন্ন পল্লীর কোনও কোনও ব্যক্তিও ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে আসিতেন। এই সকল ব্যক্তিকে লইয়াই, তিনি নগর কীর্ত্তনের সম্প্রদায় করিয়াছিলেন। সকল কীর্ত্তন-গায়কই তাঁহার বাধ্য ও অনুগত ছিলেন ;—সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি-প্রদর্শন করিতেন। সকলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে যত্নশীল ছিলেন। আরতির কিছুক্ষণ পরেই, প্রাত্যহিক কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। রাত্রি এক প্রহরের এ দিকে শেষ হইত না। কোনও কোনও দিন দেড় প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া যাইত ; তথাপি তাঁহার কীর্ত্তিনের শেষ হইত না। তাঁহার ভাব-ভক্তিময় কীর্ত্তনে শ্রোতৃগণ, প্রেমরসে বিগলিত হইতেন। ১কীর্ত্তন শ্রবণার্থ অনেক ভক্তিমান্ শ্রোতা উপস্থিত হইতেন। মহামতি হরিমোহন, ঠাকুরবাড়ীতে সমাগত ভক্তগণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক সদালোচনা করিতেন। ঠাকুরবাড়ীতে এই সময়ে সেবার মহা ধুম।—ঠাকুরবাড়ীটীও তেমনই সুন্দর—সুদৃশ্য। সেরূপ ঠাকুরবাড়ী বঙ্গদেশে কোথাও

দৃষ্ট হয় নাই।—দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দ্বারের উপর উচ্চচূড় প্রকাণ্ড নহবৎ; চারি প্রহরে চারিবার নহবৎ বাজে। মধ্যাহ্নে প্রত্যহ সাধু সেবা; সায়াহ্নে মহা আরতি। মৃদঙ্গ মন্দিরা কাংস্য করতাল বৃহৎ রামশিঙ্গা তূরি ভেরী দামামা প্রভৃতি বত্রিশ প্রকার যন্ত্র ধ্বাদিত হয়।—যেন নিত্য মহোৎসব। বাস্তবিক সে সময় ঠাকুর বাড়ীতে নিত্য উৎসবই ছিল।

এই সময়ে—১৭৬৯ শকের প্রথমে হরিমোহনের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম হইল;—লালমঞ্জরী। অনন্তর, ১৭৭১ শকের (১২৫৬ সালের) ২৮শে শ্রাবণ জন্মাষ্টমীর নিশাকালে হরিমোহনের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। জন্মাষ্টমী-যোগে জন্ম হইল বলিয়া, হরিমোহন পুত্রের নাম রাখিলেন,—"যশোদানন্দন।" *

ক্রমে ক্রমে হরিমোহন, তিনটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা লাভ করেন। এক্ষণে একমাত্র পুত্র যশোদানন্দন ও চারিটি কন্যা বর্ত্তমান আছেন।

যশোদানন্দন জন্ম গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে, শ্রীযুক্ত রাধামাধব বাবু, মস্তিষ্কপীড়ায় বিষয়-কার্য্যের তত্ত্বাবধানে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। এ কারণ হরিমোহনের উপর সমস্ত ভার পতিত হইল। জমীদারী রক্ষা, বিগ্রহ-সেবা পরিচালন ইত্যাদি সমুদায় বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইল। তিনি এতদিন পিতার অধীন থাকিয়া, নিশ্চিন্ত-মনে অধ্যয়ন ও ধর্ম্মসাধন করিতেছিলেন; এক্ষণে সে সুখ ও সুবিধার বিপর্য্যয় ঘটিল।

---

* শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন, এখন উনপঞ্চাশ বর্ষবয়স্ক। ইনি এম্. এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সম্পূর্ণপারদর্শিতা-প্রদর্শনপূর্ব্বক, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন।

তিনি বিষয়ে আসক্ত নহেন;—বিষয়কার্য্য পরিদর্শন তাঁহার প্রীতিকর নহে;—সুতরাং তিনি বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন।

১৭৭৫ শকের ২৫শে কার্ত্তিক বুধবারে হরিমোহনের পিতা, ইহলৌকিক লীলা সম্বরণ করিলেন। গঙ্গাতীরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইল। হরিমোহন, যথাবিধানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

এই সময়ে হরিমোহনের বৈষয়িক অবস্থা পূর্ব্বানুরূপ সমুন্নত নহে; তথাপি তিনি পিতৃশ্রাদ্ধে বহু অর্থের ব্যয় করিলেন। অনেক কাঙ্গাল, খাদ্য ও অর্থ পাইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

যৌবনের পূর্ণাবস্থার কিছু পূর্ব্বে হরিমোহন, শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ সরকার নামক জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া প্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধানের গ্রন্থকার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। দেব বাহাদুর শব্দকল্পদ্রুমের গ্রন্থকার, এই নিমিত্তই তাঁহার সহিত হরিমোহনের সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হয়। হরিমোহন তাঁহার গুণে আকৃষ্ট ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই। রাজা রাধাকান্ত দেবও জানিতেন, শান্তিপুরে হরি বাবু বলিয়া বিখ্যাত একজন পণ্ডিত আছেন। হরি বাবুকে দেখেন নাই,—হরিমোহন উপস্থিত হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া নামধাম জ্ঞাত হইয়াও, তিনিই যে হরি বাবু, ইহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া কেহ বাবু বলিয়া বোধ করিতে পারিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বাবুগিরি ছিল না। হরিমোহন সঙ্গিসহ

তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে একজন প্রবীণ পণ্ডিত, দেব বাহাদুরের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ হরিমোহন, তাঁহাদের প্রসঙ্গের সুন্দর উত্তর করায় তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন। দেব বাহাদুর হরিমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি শান্তিপুরের হরি বাবু? তাঁহার সঙ্গী সরকার মহাশয় বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ—ইনিই হরি বাবু। ইহা শুনিয়া দেব বাহাদুর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন—হরিমোহনের মহা সমাদর করিলেন। অনন্তর বলিলেন, এমন অল্প বয়সে আপনি কিরূপে এত শিক্ষা করিলেন? আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

প্রৌঢ়াবস্থা।

সন্তানজনক হইয়াও, বিদ্যানুরাগী হরিমোহন, সংস্কৃত অধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন,—আন্তরিক যত্নসহ নিয়ত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অধ্যয়নে শ্রান্ত হইতেন না; পূজা আহ্নিক তপ জপাদিতে তাঁহার অনেক সময় ব্যয় হইত; তদ্ব্যতীত রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা অধ্যয়নেই যাপিত হইত। এইরূপ অবিশ্রান্ত অধ্যয়নে কয়েক বৎসরের মধ্যে, তিনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। ধার্ম্মিক হরিমোহন, পণ্ডিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যয়নের বিরাম ছিল না বলিয়া, অচিরে নানা শাস্ত্রের পারদর্শী হইলেন। শাস্ত্রব্যবসায়ি-ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা তাহার শাস্ত্র-জ্ঞান অধিক হইল।

কথিত আছে, একবার একাদশীর ব্যবস্থা লইয়া বড় গোল-

যোগ উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাদাতারা যে দিননির্দ্ধারণ করেন, প্রকৃত মীমাংসায় তাহার পূর্ব্ব দিবস একাদশীর দিন। হরিমোহন, সেই ভ্রমাত্মক নির্দ্ধারণ অবগত হইয়া, তাঁহার অধ্যাপক কবিরাজ কালিদাস সেনকে বলিলেন, "সেন মহাশয়! পণ্ডিতেরা কল্য একাদশীর দিন বলিতেছেন, আমার বিবেচনায় কল্য একাদশী হইতে পারে না; আপনি এই বচনটি লইয়া বড়গোস্বামি-প্রভুদের বাটীতে গিয়া গোরাচাঁদ গোস্বামি-প্রভুকে বলুন, হরিমোহনের বিবেচনায় এই বচন অনুসারে একাদশী অদ্য হয়। আপনারা এই বচনের কি অর্থ করেন? হরিমোহন ইহার যে অর্থ করিতেছে, তাহাতে কি দোষ হয়, বুঝাইয়া দেন। অন্যের কার্য্য নহে, আপনিই কষ্ট স্বীকার করিয়া যান।" সেন মহাশয়, সেই শ্লোকটি লইয়া বড়গোস্বামি-প্রভুদের বাটীতে গমন করিলেন। গোরাচাঁদ গোস্বামীর নিকট মদন-গোপাল বাড়ীর বনমালী গোস্বামী আপনার একটি শিষ্য সঙ্গে করিয়া বসিয়াছিলেন; সেন মহাশয় তাঁহাদের সমক্ষে সেই শ্লোকটি পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহার অর্থ কি? হরিবাবু, এই বচনপ্রমাণ বলিতেছেন, একাদশী অদ্য হইবে। ইহা শুনিয়া বনমালী গোস্বামী বলিলেন, তেলির বাচ্চা বলেন কি? গোরাচাঁদ গোস্বামী প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন; তিনি শ্লোকার্থ বিচার করিয়া কহিলেন, তেলির বাচ্চা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। গোঁসাই বাচ্চা একাদশীতে ভাত খাইয়াছেন; এবং অনেককে খাওয়াইয়াছেন! না বুঝিয়া সুজিয়া তেলির বাচ্চা বলিয়া ঠাট্টা করিতেছ! তেলির বাচ্চা যে গোঁসাইয়ের বাচ্চার চেয়ে পণ্ডিত। তিনি যে শ্লোক পাঠাইয়াছেন, তাহা কে

অমান্য করিতে পারে? এবং তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতেই বা কে দোষ দিতে সমর্থ? এই বলিয়া, তিনি অন্য একজন গোস্বামীকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন; এবং আমি ত আহার করিয়া বসিয়া আছি, বাড়ীর রাঁড়ীগুলা আহার করিয়াছে কি না দেখি বলিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনমালী গোস্বামীর শিষ্য, এক লম্ফপ্রদান করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তাঁহার লম্ফপ্রদান করিবার উদ্দেশ্য এই,—তিনি শীঘ্র বাটীতে গিয়া বলিবেন, একাদশী অদ্যই হইবে। নিকটেই তাঁহার বাটী। তিনি তখনও আহার করেন নাই, বাড়ীতে রন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল। শাস্ত্রবচনে এবং হরিবাবুর মতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস; ব্যবস্থা যাহা দাঁড়াইল, তাহা তাঁহার বিশ্বাসজনক হইল। অতঃপর গুরু যদি স্বমত সমর্থনের জন্য বলেন, কল্যই একাদশী হইবে; তাহা হইলে বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন, ইহাও তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, গোরাচাঁদ গোস্বামি-প্রভু, সেন মহাশয়ের নিকট আগমন করিলেন। তিনি যাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও আসিলেন। অবধারিত হইল,—সেই দিনই একাদশী। এই অবধারণ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। দুঃখের বিষয়, তখন অনেকে অন্যান্য দিনের ন্যায় পান ভোজন করিয়াছেন। ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ও গোস্বামিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অপরাধ মুক্ত হইলেন।

অতঃপর বড় গোস্বামি-বাটীর প্রভুপাদগণ অনেকের নিকট প্রকাশ করিলেন, বৈষ্ণবীয় ব্রতপালন সম্বন্ধে হরিবাবু যাহা বলিবেন, তাহাই গ্রাহ্য হইবে।

সেন মহাশয়ের প্রমুখাৎ প্রভুপাদ বনমালী গোস্বামীর উপহাস ও তৎপ্রতিকূলে গোরাচাঁদ গোস্বামীর উক্তি শ্রবণ করিয়া, ধীরবুদ্ধি হরিমোহন, ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন; পূজনীয় গোস্বামীর উপেক্ষায় কিছুমাত্র রোষপ্রকাশ করেন নাই। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান করিতেন না; একাদশীর প্রকৃত শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘিত হইবার আশঙ্কায় সেন মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছিলেন; পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। প্রভুপাদ গোরাচাঁদ গোস্বামী, যদি তাঁহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি পর দিবসই একাদশী করিতেন।

সাধু হরিমোহন, উত্তমকল্প একাদশী করিতেন অর্থাৎ একাদশীতে সম্পূর্ণ উপবাস করিতেন,—কিছুমাত্র জলপানও করিতেন না। নিরম্বু উপবাস করিয়া একাদশী করাকে উত্তমকল্প এবং জলযোগ করিয়া একাদশী করাকে অনুকল্প বলে। তিনি চিরকালই উত্তমকল্প একাদশীর বিধি পালন করিয়াছেন।

একবার একাদশীর পূর্ব্বদিন, শ্রীরামপুর হইতে হরিমোহনের এক কুটুম্ব আসিয়াছিলেন; হরিমোহন পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি একাদশী করেন? তিনি উত্তর করেন, হাঁ একাদশী করিয়া থাকি। হরিমোহন পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, উত্তমকল্প একাদশী করিয়া থাকেন, কি অনুকল্প করিয়া থাকেন? কুটুম্ব বলেন,—উত্তমকল্পই করিয়া থাকি। ইহা শুনিয়া হরিমোহন, স্বস্থানে গমন করিয়া, কর্ত্তব্য বিষয়ে নিবিষ্ট হন। ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, কুটুম্বের জল-যোগার্থ কোনও দ্রব্য উপস্থিত হয় না; অথবা তজ্জন্য তাঁহাকে

কেহ আহ্বান করে না। কুটুম্ব ক্ষুধায় কাতর ও আহারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তৃতীয় প্রহর অতীত হয়, এমন সময়ে হরিমোহন তপজপাদি সাঙ্গ করিয়া, ঠাকুর বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়া কুটুম্বটি বলিলেন, কৈ মহাশয়! এখনও ত জলযোগের জন্য কেহ ডাকিল না! ক্ষুধায় যে মরিলাম! আপনি কি আরও অপরাহ্ণে জলযোগ করেন? তাহা যদি হয়, আমার ব্যবস্থা করুন। আমি দুই প্রহরের মধ্যেই জলযোগ করিয়া থাকি; আর অপেক্ষা করিতে পারি না। হরিমোহন ইহা শুনিয়া, বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন উত্তমকল্প একাদশী করিয়া থাকি বলিলেন না? আমি ইহাই শুনিয়াছিলাম, বোধ হইতেছে। কুটুম্ব বলিলেন, তাহাই বলিয়াছিলাম বটে; তজ্জন্য এত বিলম্ব হইবে জানিলে বলিতাম না। এখন শীঘ্র যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করুন; উত্তমকল্পে প্রয়োজন নাই। হরিমোহন তাঁহার কথার ভাব বুঝিয়া বলিলেন, আমার অন্যায় হইয়াছে; উত্তমকল্প আর অনুকল্প বলিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি; উত্তমকল্পের অর্থ—সম্পূর্ণ উপবাস। আমার জিজ্ঞাসার দোষে আপনাকে এরূপ ক্লেশ পাইতে হইল, এ দোষ ক্ষমা করুন। এই বলিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ জলযোগের দ্রব্যাদি আনিতে আদেশ করিলেন। কুটুম্ব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, উত্তমকল্প বলিতে আমি উত্তমরূপ জলযোগ বুঝিয়াছিলাম। (বোধ হয়, কুটুম্বটি একাদশী করিতেন না। নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক হরিমোহনের নিকট "একাদশী করি না," ইহা বলিতে না পারিয়াই "করিয়া থাকি," বলিয়াছিলেন।)

সুপণ্ডিত হরিমোহন, ১৭৭৬ শকে সংস্কৃত ভাষায় কোকিল-দূত নামক * এক কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৭৭ শকে রচনা শেষ হইল। এই সময়ে হরিপাল-গ্রামবাসী বেণোয়ারি লাল রায় নামক একব্যক্তি, বঙ্গভাষায় কোকিলদূত নামে একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও জনসমাজে প্রচারিত করেন। এইজন্য হরিমোহন, স্বীয় গ্রন্থ "সংস্কৃত কোকিলদূতং" অভিধায় অভিহিত করিলেন।

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে পণ্ডিতবর হরিমোহন, সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে অনাদৃত হইয়াছে বলিয়া, আক্ষেপ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষার গুণকীর্ত্তন করিয়া, দেশীয় পণ্ডিতগণকে উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার সংস্কৃতানুরাগের বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোকিলদূত রচনার পর, (১৭৭৭ শকে) হরিমোহন, কিনু মুন্সি নামক একজন মুসলমান মৌলবীর নিকট পারসী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনা যায়, পারসীতে লিখিত এক-খানি ফয়সালার অনুবাদ বা অর্থ উদ্ধার করিয়া লইবার জন্য তাঁহাদের অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল; তন্নিমিত্তই তিনি পারসী শিখিতে কৃতসংকল্প হন। তিনি একান্ত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে পারসী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিনু মুন্সি, তাঁহার পাঠোন্নতি দেখিয়া, বিস্ময়প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

---

* এই কাব্য রচনার পূর্ব্বে হরিমোহন ইংরেজীতে An address to young Bengal নামে আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদক এক প্রবন্ধ রচনা করেন।

সেই সময়ে দেওয়ান বিশ্বনাথ প্রামাণিকের পুত্র বাবু কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক মহাশয়ও, হরিমোহনের দৃষ্টান্তে কিছু মুন্সির নিকট পারসী অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মুন্সি বলিয়াছেন, "কালীবাবুকে পড়াইতে বড় একটা পরিশ্রম করিতে হয় না; সর্ব দিন আসিতে হয় না। হরিবাবুকে পড়ানই মুস্কিল; একটি দিন কামাই নাই। কায্যগতিকে অথবা অসুখ বশতঃ পড়াইতে না আসিলে, হরিবাবু, দ্বারবান্ পাঠাইয়া দেন।"

এইরূপ যত্ন ও চেষ্টায় হরিমোহন, কিছু দিনের মধ্যেই পারসী ভাষায় অধিকার লাভ করিলেন। অবশেষে তিনি স্বীয় চেষ্টায়, পারসীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হরিমোহনবাবু, ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাহাতেও অভিজ্ঞ হইলেন। প্রসিদ্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটি মোকর্দ্দমা উপলক্ষে ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ১৭৯৪ শকে শান্তিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি হরিমোহন বাবুর ব্যবহারশাস্ত্রের অসামান্য অভিজ্ঞতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাইকেল মধুসূদনের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ আলাপ হয়।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে আমার পিতাঠাকুর, তাঁহার নিকট আইন পাঠ করিতে যাইতেন। অনুমান হয়, ইহার ৪। ৫ বৎসর পূর্ব্বে হরিমোহন বাবু, আইন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার পিতা বলেন, "ছোটবাবু, * যেরূপ সহজে আইনের জটিল স্থানের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিতেন, বহুকালীয়

* হরিমোহন বাবুকে লোকে "ছোট বাবু" বলিত।

কোনও বিচক্ষণ উকিল সেরূপ পারিতেন না। একদিন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনপারদর্শী, ছোটবাবুর নিকটে আগমন করেন, সেই সময় ছোটবাবু, আমার পিতাকে আইন বুঝাইয়া দিতে ছিলেন। তদ্দর্শনে সেই আত্মাভিমানী আইনপারদর্শী বলেন, ওরূপ করিয়া আইন পড়াইলে বিশেষ ফললাভ হইবেনা; বক্তৃতা করিয়া—দৃষ্টান্ত দিয়া পড়ান আবশ্যক। সুধীর হরিমোহন ধীর-ভাবে উত্তর করিলেন, "যাহার হয়, তাহার ইহাতেই হয়।" আইনজ্ঞানাভিমানী কহিলেন, আমি দুই একটা ধারা পড়াই। হরিমোহন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া "বেশ ত পড়ান না" বলিয়া, তাঁহার হস্তে আইনপুস্তক প্রদান করিলেন এবং আমার পিতাকে কহিলেন, তুমি যে যে স্থান বুঝিতে পার নাই, দেখাও। পিতা স্থান দেখাইলেন; আইনজ্ঞ বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি কত উদাহরণ দিলেন;—কত বক্তৃতা করিলেন; পিতার সংশয়চ্ছেদ হইল না। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু স্থানটির সম্বন্ধে যে সন্দেহ, তাহা গেল না। হরিমোহন ইহা শুনিয়া দুই একটি কথায় তাঁহাকে সেই স্থানটি বুঝাইলেন। আইনবিশারদ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হরিমোহনের প্রথম বয়সে শান্তিপুরে কোনও স্কুল ছিল না। তিনি পিতার নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতেন। অনেক দিন পরে, ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে বহুদিন গত হইলে, গবর্ণমেণ্টের দেশীয় শিক্ষাবিস্তার চেষ্টার সময়ে (যে সময়ে প্রথম ডেঃ ইন্‌স্‌পেক্টার নিয়োগ হই-ছিল, সেই সময়ে) গবর্ণমেণ্টের যত্নে শান্তিপুর রামনগর-পল্লীতে

একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। দুঃখের বিষয়, তাহা অধিক দিন থাকে নাই। সে স্কুলটি উঠিয়া গেলে, ১৭৮০ শকে, বৃঃ মিসনরিগণের যত্ন ও উদ্যোগে শান্তিপুরের উত্তর দক্ষিণ দুই প্রান্তে দুইটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়। শান্তিপুরের দক্ষিণ প্রান্তে রামনগর; এই পল্লীতে হরিমোহনের নিবাস। হরিমোহন, মধ্যে মধ্যে রামনগরের স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং পরীক্ষা করিয়া ছাত্রদের উৎসাহ ও উপদেশ এবং শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে, শিক্ষকদিগকে পরামর্শ দিতেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষকগণ, তাঁহার পরামর্শ শিরোধার্য্য করিতেন। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পাদরিসাহেব মহোদয়ও, বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। সাহেবের অনুরোধ ছিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখেন। দেশীয় বালকদের শিক্ষার উন্নতি, মহানুভব হরিমোহনের একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল; এরূপ অনুরোধ না থাকিলেও, তিনি স্কুলের তত্ত্ব লইতেন এবং উন্নতির জন্য যত্ন রাখিতেন, সন্দেহ নাই। হরিমোহনের স্বভাব প্রেমপূর্ণ ছিল। শিক্ষার্থিবালকদিগকে তিনিই বড়ই ভাল বাসিতেন। বালকগণ, তাঁহার সম্মুখে পড়িলে শিক্ষা বিষয়ে একটু পরীক্ষা না দিয়া যাইতে পারিত না।

১৭৮৫ শকে "কোকিলদূত" মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইতিপূর্ব্বে, শান্তিপুরে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বদেশহিতৈষী বাবু হরলাল মৈত্রেয় মহোদয়, তাহার প্রতিষ্ঠাতা। কোকিলদূত সেই যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কোকিলদূত কাব্যের কলেবর, দুইশত বায়ান্ন পৃষ্ঠা। উহার মধ্যে শ্লেষার্থ

দ্বারা নানাপ্রকার দর্শন-শাস্ত্রের অর্থ ও জ্ঞানপ্রদ অন্যান্য অনেক গুরুতর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। মুখবন্ধের শেষে ভাষা টিপ্পনীতে "সাকার ও নিরাকার-বাদিগণের মতের মীমাংসা" নামক একটি সুন্দর মীমাংসা আছে। তাহা পাঠ করিয়া বুঝা যায়, হরিমোহন বাবুর ধর্ম্মমত কিরূপ বিশুদ্ধ, উদার ও অসাম্প্রদায়িক ছিল। উক্ত মীমাংসা, সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষাদায়ক।

কোকিলদূত কাব্যের সংস্কৃত টীকা কালিদাস সেনের নামে এবং বাঙ্গালা টীকা হরিমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু দীনদয়াল প্রামাণিকের নামে প্রকাশিত। কোকিলদূত, বিতরণের জন্য মুদ্রিত হয়।

ক্রমে হরিমোহনের বিদ্যাবুদ্ধি ও সাধুতার খ্যাতি, দেশ বিদেশে বিস্তারিত হইল। বহু দূরদেশের জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ জানিলেন,—শান্তিপুরে একজন, মনুষ্যের মত মনুষ্য আছেন,—শূদ্রকুলের একটি রত্ন আছেন।

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার রায় কমললোচন রায় সাহেব বাহাদুর ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কিশোরীমোহন শিরোমণি প্রভৃতির সহিত হরিমোহনের বিশিষ্টরূপ আলাপ পরিচয় ছিল। এই সময়ে রাখাপণী ব্যবস্থা লইয়া পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। উত্তরোত্তর তাঁহারা হরিমোহনের জ্ঞানপাণ্ডিত্যের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তৎপ্রতি একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন।

হরিমোহনের সহিত বিশিষ্টরূপ পরিচয় হইবার কিছুদিন পরেই, রায় সাহেব বাহাদুর, স্বীয় সভাপণ্ডিতসহ নবদ্বীপ আগমন করিলেন। নবদ্বীপ দর্শন হইলে, তাঁহারা তাঁহাদের

প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র হরিমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কাল্নায় উপস্থিত হইলেন এবং লোক পাঠাইয়া হরিমোহনকে তথায় লইয়া গেলেন। হরিমোহন ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা ও শাস্ত্রালাপ করিয়া, তাঁহাদিগকে অতীব পরিতুষ্ট করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে পরমবৈষ্ণব রায় সাহেব, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর জন্ম মহোৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মদনগোপালগোস্বামীদিগকে প্রচুর অর্থদান করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। হরিমোহনের অত্যন্ত আনন্দ লাভ হইল। অনেক ইষ্টালাপের পর, তিনি রায় সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শান্তিপুরে আসিলেন।

মহানুভব রায় সাহেব, যথাসময়ে হরিমোহনের নিকট অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিলেন।* মদনগোপালগোস্বামি বাটীতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধূম আরম্ভ হইল। নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনসম্প্রদায় আগমন করিল। কীর্ত্তনপ্রিয় পরমভক্ত হরিমোহনের অন্তরে অতুল আনন্দের উদয় হইল। তিনি কীর্ত্তন শ্রবণের এমন সুযোগ ঘটিবার আশা কখনও করেন নাই, ইহা তাঁহার আশাতীত সুখের ব্যাপার। তিনি কীর্ত্তনস্থলে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণে তাদৃশ গাঢ় অনুরাগ দর্শন করিয়া, সকল লোক বিস্মিত হইলেন। উৎসবে যতগুলি সম্প্রদায় আসিল, প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে তাহার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গান হইতে লাগিল। সপ্তাহ অন্তে উৎসবের সমাপ্তি হইল। শেষ দিবস

* অতঃপর রায় সাহেব প্রতি বৎসরই হরিমোহনের নিকট এই অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

অপরাহ্নে ধূলট উৎসব। এই দিবস শান্তিপুরের প্রতি পল্লী হইতে নগরকীর্ত্তনের দল বাহির হইল। হরিমোহন পূর্ণাঙ্গ আয়োজন করিয়া, আপনাদের ঠাকুরবাড়ী হইতে কীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন। প্রতিবেশবাসী বহুলোক কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাঁহার রচিত একটী মোহারা গীত হইতে লাগিল। ক্রমে নগরকীর্ত্তনের দল উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তখন বৈষ্ণবগণ প্রসাদ ভোজন করিতেছিলেন; ভক্ত হরিমোহন ভক্তির সহিত একটী প্রসাদান্ন কুড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনেক লোকের প্রসাদান্নে ভক্তি হইল। অনেকে তাঁহার আচরণের অনুসরণ করিলেন।

পরবর্ষে এই উৎসবের সময়, গুরুচরণ সেন নামক * একজন সম্ভ্রান্ত ভক্তবৈষ্ণবের যত্নে হরিমোহনের একটী গবর্ণমেণ্টের চাকরী † উপস্থিত হইল। ঐ চাকরীর মাসিক বেতন চারিশত টাকা। কীর্ত্তনানুরাগী ভক্তবর হরিমোহন, কীর্ত্তন শুনিবার অনুরোধে যথাসময়ে চাকরী স্থানে যাইতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মীয়গণ, যথাসময়ে যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন, তিনি "কুঞ্জভঙ্গ গানটা শুনিয়া যাইব" বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। চাকরীটি অন্য এক ব্যক্তির হইল।

---

* গুরুচরণ সেন হরিমোহনের পরিচিত; তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি ও সাধুতা সবিশেষ অবগত ছিলেন।

† ইতিপূর্ব্বে হরিমোহন বাবুর জমিদারী বিক্রীত হইয়াছিল; সুতরাং আয়ের কোনও পথ ছিল না। চাকরীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। বিষয়ব্যাপারের প্রতি তাচ্ছিল্যই হরিমোহন বাবুর জমীদারী বিক্রীত হইবার কারণ।

এই সময়ে হরিমোহন বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং দেশীয় অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির সৌহার্দ্দ্য লাভ করেন। *

এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, বৃন্দাবন বাস করিতেছিলেন। জয়পুর মহারাজের সভাস্থ জনৈক শৈব-কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদিগের বিচারে পরাজয় সম্ভাবনা দেখিয়া, তিনি হরিমোহনকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তিনি জানিতেন, হরিমোহন উপস্থিত হইলেই বিচারে জয়লাভ হইবে। হরিমোহন কখনও দূরদেশে গমন করেন নাই; তিনি বৃন্দাবনে যাইতে পারিলেন না।

কোকিলদূত কাব্য প্রচারিত হওয়ার পর, ১৭৮৭ শকে (১২৭২ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষের অন্তর্দ্ধান হইলে) হরিমোহন "কমলা করুণাবিলাস" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার রচনা শেষ হইল। দুঃখের বিষয়, তাহা মুদ্রিত হইল না। কমলাকরুণাবিলাসে তিনি প্রভূত বহুদর্শন-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তৎপাঠে অনেক শিক্ষালাভ হয়,—বহুগ্রন্থ-পাঠের ফললাভ হয়। যাঁহারা তাহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, সেরূপ প্রকৃতির নাটকগ্রন্থ, সংস্কৃত ভাষায় একখানিও রচিত হয় নাই। †

যুবক-সাধারণের নীতিশিক্ষা, ভাষাশিক্ষা ও চরিত্রোন্নতির

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়।

† সম্প্রতি "কমলাকরুণাবিলাস" মুদ্রিত হইয়াছে; প্রধান প্রধান সংবাদপত্র মুক্তকণ্ঠে ইহার বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রতিও হরিমোহনের সবিশেষ মনোযোগ ছিল। ১৭৮৮ শকে শান্তিপুর রামনগর-পল্লিতে বিদ্যোৎসাহিনী নামে এক সভা সংস্থাপিত হয়। তিনি সেই সভার সম্পাদক হইয়াছিলেন। সভায় যুবকেরা নানা বিষয়িণী রচনা পাঠ করিতেন। হরিমোহন সেই সমস্ত রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন।

দুইটি যুবকের রচনায় তিনি অত্যন্ত প্রীত হইতেন। সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক * মহাশয়ের নিকট বলিতেন, এই দুই যুবকের একজন, পরিণামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অপর জন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত লেখক হইবে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সে ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হয় নাই। সভার অন্তর্দ্ধানের পর, সকল যুবকই বাঙ্গালা আলোচনা ও রচনা অভ্যাস ত্যাগ করেন। অল্প দিনের অভ্যাসে তাঁহাদের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাই শেষ উন্নতি।

ধর্ম্মাত্মা হরিমোহন, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাবের হীনতা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই সময়ে (১৭৮৯ শকে) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, প্রচারার্থ কয়েকটি শিষ্যসহ শান্তিপুরে আগমন করিলেন †। শান্তিপুরের শিক্ষিত সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেশবচন্দ্র, সাধু হরিমোহনের নাম শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। উভয়ের গুণে উভয়েই মুগ্ধ হইলেন। বৈষ্ণব হরিমোহনের ধর্ম্মমতের সঙ্গে ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রের মতের বিরোধ উপস্থিত হইল না। যাঁহারা

---

* ইনি হরিমোহনের দৃষ্টান্তে পারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

† প্রচারার্থে শান্তিপুরে আগমন করিয়া, মহানুভব কেশবচন্দ্র স্বীয় অনুগামী প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।

বিশুদ্ধ জ্ঞানবান্ ও সত্যনিষ্ঠ,—যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম—ভগবানে অকপট ভক্তি অনুরাগ আছে, তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। যাঁহাদের ধর্ম্ম কেবল মতে এবং মুখে—যাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের মধ্যেই বিরোধ। "ভক্তানাং দলমেকঞ্চ" ভক্তদের মধ্যে পৃথক্ দল নাই, সমুদায় ভক্ত এক দলভুক্ত। ভক্ত হরিমোহনের নিকট ভক্ত মাত্রই বৈষ্ণব। সৌভাগ্য বশতঃ ভগবানের কৃপায়, যে বৈষ্ণব প্রকৃত ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তিনি ভক্তমাত্রকেই বৈষ্ণব বলিয়া গণ্য করেন। ভক্তিমান্, জ্ঞানবান্, যথার্থ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মেরা জানেন, যাঁহাতে যে পরিমাণ ধর্ম্ম—যে পরিমাণ সত্যনিষ্ঠা এবং বিশ্বাস ভক্তি ও অনুরাগ আছে, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। প্রকৃত বৈষ্ণব কিম্বা ব্রাহ্মের নিকট বিশ্বাসবান্ সকল মনুষ্যই বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদের উপর জ্ঞানবান্ ভক্তিমান্ হরি-মোহনের বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। তিনি ব্রাহ্মদের লিখিত গ্রন্থ ও ব্রাহ্মসমাজকর্ত্তৃক সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ধর্ম্মতত্ত্বাদি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন। আমি আমার পিতাঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, সাধু হরিমোহন বলিয়াছেন,—আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি যে ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, সে ভাবেও উপাসনা হয়। কেশবচন্দ্র হরিমোহনের প্রকৃত ভাব বুঝিলেন, তিনি দুইদিন তাঁহার কীর্ত্তন গান শ্রবণ করিলেন। একদিন শান্তিপুর ছোট আদালতের নাজির বাবু নীলকমল দেবের বাসায়, আর একদিন হরিমোহনের ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন হইল। হরিমোহন তাঁহাকে নব্য সম্প্রদায়ীদিগের ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাস উদ্দীপক বক্তৃতা করিতে

অনুরোধ করিলেন। কেশবচন্দ্র, তাঁহার অনুরোধের উদ্দেশ্য বুঝিয়া, সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদনুযায়িনী বক্তৃতা করিলেন। হরিমোহনের একান্ত ইচ্ছা হইল, কেশবচন্দ্র শীঘ্র শান্তিপুর হইতে প্রত্যাগমন না করেন। তিনি সে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কার্য্যের অত্যন্ত বিশৃঙ্খলতা হইবে বলিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তাদৃশ সাধু ব্যক্তি শান্তিপুরে আছেন, ইহা পূর্ব্বে জানিলে, তিনি কিছুদিন থাকিবার মত বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেন।

হরিমোহন যে স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা কখনও কখনও সত্য হইত। এজন্য তিনি স্বপ্নমাত্রই অমূলক চিন্তা,—কোনও কার্য্য-কারক নহে, এইরূপ কথায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না;—এরূপ কথা যাঁহারা বলিতেন, তাঁহাদের মীমাংসা অভ্রান্ত মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন কার্য্যকারক। কোনও কোনও স্বপ্ন সফল হওয়ায়, তিনি স্বপ্ন তত্ত্ব * আলোচনায় মনোযোগ দেন এবং কোন্ স্বপ্ন কার্য্যকারক হইবে, তাহা বুঝিতে সমর্থ হন।

হরিমোহন ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে—১৭৯১ শকে—দুইটি স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিতেপারেন, তাহা সত্য হইবে। স্বপ্নসম্বন্ধে তাঁহার যে বিশ্বাস, সেই সময়ে তাহার সত্যতা বুঝাইবার জন্য যত্ন করেন। তাহার বিবরণ এই;—

প্রসন্নকুমার প্রামাণিক নামে তাঁহার নিকট-সম্পর্কীয় এক যুবা, হত্যাপরাধে অপরাধী হয়। তাহার দণ্ডাদেশের পূর্ব্বে

* স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থ আছে। যে স্বপ্ন সত্য হইবে, তাহাতে তাহার লক্ষণ লিখিত আছে।

(বিচার শেষ হইয়া গেলে) তিনি স্বপ্ন দেখেন, প্রসন্নের প্রাণদণ্ড হইবে না,—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইবে।

এই সময়ে মহানুভব হরিমোহনের গুণশীল পুত্র শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছিলেন। হরিমোহন স্বপ্ন দেখেন, যশোদানন্দন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন; শুদ্ধ তাহাই নহে, যশোদানন্দন দ্বিতীয় বিভাগে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন;—অর্থাৎ কত জনের নিম্নে বা উপরে তাঁহার নাম আছে; তাহাও স্বপ্নে দেখেন। তিনি এই দুইটি স্বপ্নের কথা একখণ্ড কাগজে লিখিয়া, আমার পিতাঠাকুর মহাশয়কে আর একখণ্ড সাদা কাগজ দিয়া বলেন, "ইহাতে তারিখ লিখিয়া দস্তখৎ কর; এবং বালিকা-বিদ্যালয় হইতে শিক্ষকদের দস্তখৎ করাইয়া আন। কিছুদিন পরে, এক আশ্চর্য্য দেখিতে পাইবে। "কি আশ্চর্য্য" দেখিতে পাইবে, তাহা এখন বলিব না। ইহা শুনিয়া আমার পিতাঠাকুর, সেই কাগজে স্বাক্ষর করিলেন এবং শিক্ষক-দের স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত বালিকাবিদ্যালয়ে গমন করিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামদাস ভট্টাচার্য্য স্বাক্ষর করিলেন, প্রধান শিক্ষক আব্রাহাম তুষ্টচন্দ্র বিশ্বাস বলিলেন, ছোটবাবুর সাধুতায় বিশ্বাস করিয়া স্বাক্ষর করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি করিব না; কারণ সাদা কাগজে স্বাক্ষর করা উচিত নহে; করিলে কোনও বিপদ হইবে না জানি, ছোটবাবু এরূপ করিয়া কাহাকেও প্রতারিত করিতে পারেন না, ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; তথাপি আমি স্বাক্ষর করিব না। এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে বলিও। ইহা শুনিয়া সাধু হরিমোহনের প্রিয়কার্য্যকারী এবং তদীয় ধার্ম্মিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসী আমার

পিতাঠাকুর, অত্যন্ত দুঃখিত এবং তুষ্টচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। উদার হরিমোহন, তাঁহার মুখে তুষ্টচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, "দুইজনের দস্তখতেই হইবে" এই বলিয়া কাগজ খানি রাখিলেন। এমন সময়ে তাঁহার অধ্যাপক কবিরাজ কালিদাস সেন মহাশয় এবং আর একটি লোক, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের স্বাক্ষর করিতে বলায় তাঁহারা স্বাক্ষর করিলেন। হরিমোহন তখনই স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিত এবং সেই স্বাক্ষরিত কাগজ দুইখণ্ড একটি কৌটায় বন্ধ করিলেন, পরে তাহা পার্শ্বেল কৌটার ন্যায় বস্ত্রমণ্ডিত করিয়া, তদুপরি গালা মোহর করিলেন। অনন্তর কৌটাটি এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া, তাহার চাবি অন্য জনের নিকট রাখিলেন।

কয়েক দিবস পরেই প্রসন্ন প্রামাণিকের দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হইল। অনতিবিলম্বে বি, এ পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হইল। তখন হরিমোহন সেই কৌটা খুলিয়া, সকলকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পাঠ করিতে দিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাহা পাঠ করিলেন, তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ইহার পূর্ব্ব হইতে সুপণ্ডিত হরিমোহন প্রতি বৎসর শান্তিপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরীক্ষক থাকিতেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে, তাঁহার নিকট প্রতিদিনই দুই একজন ছাত্র, স্ব স্ব পরীক্ষার ফল জানিতে আসিত। উদার-প্রকৃতি অমায়িক হরিমোহন তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্ত হইতেন না; সাহ্লাদে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন এবং যে ছাত্র যে প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে নাই, তাহাকে সে উত্তর শিখাইয়া

দিতেন। তাহারা হর্ষে প্রফুল্ল হইত। স্বভাবের বিলক্ষণ মাধুর্য্য ছিল বলিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে কাহারও ভয় হইত না।

পর্ব্বোপলক্ষব্যতীত তিনি প্রায় বাটীর বাহির হইতেন না। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই তাঁহার নাম ও মহিমা জানিত। সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ লোক জ্ঞান করিত। কিন্তু কেহ কেহ তাঁহাকে দেখে নাই বলিয়া চিনিত না; অথবা দেখিয়া থাকিলেও ইনিই হরিবাবু, ইহা জানিত না। এক দিন হরিবাবু কোনও কার্য্য উপলক্ষে বড়গোস্বামি-প্রভুদের বাটীতে যাইতে-ছিলেন, কুঠীরপাড়ার পথে কয়েকটি বিদ্যালয়ের বালক দাঁড়াইয়াছিল; দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া একটি বালক বলিল, হরিবাবু আসিতেছেন, আস্তে আস্তে কথা বল, চেঁচামেচি করিও না। এই বালকদের মধ্যে একজন হরিবাবুকে চিনিত না, সে অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। জমীদার বলিয়া তাঁহার নাম হরিবাবু; কিন্তু তাঁহার বেশ বাবুর মত নহে। তিনি জুতা পায় দিতেন না, জামা গায় দিতেন না, বৈষ্ণবের বেশে থাকিতেন। সে এক পবিত্র বেশ। বালক ভাবিল, ইনি ত একজন ভক্ত বৈষ্ণব, ইনি কি হরিবাবু! সঙ্গীদের কথায় সে বিশ্বাস করিতে পারিল না; তাঁহার সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আপনি কি হরিবাবু? হরিবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "লোকে বলে"।

এ সময়ে ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অন্যান্য অনেকে তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিতে লাগিল। তিনি সকলকেই সমান যত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে তিনি "ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিরূপণ"

নামক এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; এই সময়ে তাহার লিখন সমাপ্ত হইল। কমলাকরুণাবিলাসের ন্যায় তাহাও এতৎকালে মুদ্রাঙ্কিত হইলনা। সুখের বিষয়, বিগত ১৩০২ সালে মহাত্মা হরিমোহন বাবুর উপযুক্তপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয় উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া, পিতার পরিশ্রম সার্থক করিয়াছেন। আমরা অবগত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, যশোদানন্দন বাবু কোকিলদূত গ্রন্থখানিও পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

এই সময়ে পণ্ডিতাগ্রণী হরিমোহন বাবু, রথপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া, পাকুড়-রাজবাটীতে গমন করিলেন। রথ-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে পাকুড়াধিপতি নানা দেশীয় পণ্ডিত নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। রাজভবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পণ্ডিতমণ্ডলীর এক মহতী সভার অধিবেশন হইল। সেই সভায় শূদ্রের আসনে উপবিষ্ট শূদ্রকুলরত্ন সুপণ্ডিত হরিমোহন, গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, একটি বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিতেছিলেন না; হরিমোহন বাবু তাহার সুন্দর মীমাংসা করিলেন। পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইলেন এবং আগ্রহ ও সম্ভ্রম সহকারে বলিলেন,—আপনি ওখানে কেন? আমাদের মধ্যে আসুন। হরিমোহন উত্তর করিলেন, "আমি শূদ্র, ব্রাহ্মণের আসনে কেমন করিয়া যাইব?" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণের আসনে বসিবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি; আপনার শূদ্রত্ব দূর হইয়াছে; আমরা আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিলেন; এই সমস্ত মহাপণ্ডিতের

অপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেন। শূদ্রজাতির মধ্যে এরূপ পাণ্ডিত্য কাহারও আছে, ইহা আমরা জানিতাম না। পূর্ব্বকাল হইলে আপনি ব্রাহ্মণ হইতেন। আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য।

উদার ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনীতস্বভাব নিরহঙ্কার হরিমোহন, সঙ্কুচিত হইয়া, যথোচিত বিনয়দীনতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রত্যেকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও সমুচিত সম্মান দান করিলেন। পাকুড়-ভূপতি পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান-প্রাবীণ্য বিশিষ্টরূপ অবগত ছিলেন; তজ্জন্যই নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া যান। পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তাঁহার যথোচিত সম্মান দেখিয়া, ভূপতি অতিশয় সন্তোষ-লাভ করিলেন।

রথযাত্রার উৎসবক্রিয়া সমাপ্ত হইল। পণ্ডিতগণ মর্য্যাদানুরূপ বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব নিবাসভূমে চলিয়া গেলেন। হরিমোহনও রাজসমাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়া শান্তিপুরে আগমন করিলেন। পাকুড়-রাজভবনে কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি নানা স্থানীয় পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন; সকলেই হরিমোহনের জ্ঞানপাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; ইহাতে এ দেশের পণ্ডিতপ্রধান প্রায় সর্ব্বস্থানে তাঁহার যশোগৌরব বিস্তারিত হইল।

এ সময় শান্তিপুরের পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে হরিমোহনের মহা সমাদর। সকলেই হরিমোহনের সহিত

সদালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেন,—সকলেই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হইতেন। এই সময় হরিমোহন একবার পুনর্যাত্রার (উল্টারথের) দিন সন্ধ্যাকালে বড়গোস্বামি-বাটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, শান্তিপুরবাসী সুপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দময় মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র তরফদার মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে ছিলেন,—ইংরাজী ভাষায় আলাপ হইতেছিল,—এমত সময়ে বড়গোস্বামীদের প্যারীলাল গোস্বামি-মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং হরিমোহনের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। গোস্বামি-মহাশয় বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন; অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আনন্দময় বাবু ও লক্ষ্মণ বাবু ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত —সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ। তাঁহারা সে আলাপের কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, নীরব হইয়া রহিলেন। আলাপ শেষ হইলে তাঁহারা হরিমোহন বাবুকে বলিলেন, হরিবাবু শান্তিপুরের মধ্যে আপনিই মানুষ; আর সকলে মানুষের আকার মাত্র। হরিমোহন বিস্মিতভাবে কহিলেন, সে কি! ওরূপ কথা কেন বলিতেছেন? লক্ষ্মণ বাবু বলিলেন, যে কোনও ভাষায় আলাপ আরম্ভ হউক, আপনি তাহাতেই নিপুণ! শান্তিপুরে এমন আর কে আছে? আপনি গোস্বামি-মহাশয়ের সঙ্গে সংস্কৃতে আলাপ করিলেন, আমরা কিছুই বুঝিলাম না,—একটি কথা কহিতে পারিলাম না; —চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হরিমোহন ইহা শুনিয়া অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন।

এই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বহুল প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নতি দর্শন করিয়া হিন্দুসমাজ পুনরুত্থানের চেষ্টা

করিতেছিলেন ; স্থানে স্থানে হরিভক্তিপ্রদায়িনী, আর্য্যধর্ম্মরক্ষণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। অনেক সভা হইতে হরিমোহনের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। হরিমোহন বিদেশে যাইতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন ; তজ্জন্য বক্তব্য বিষয় লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এই সকল সভায় ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা হইত। উন্নতজ্ঞান যথার্থতত্ত্বজ্ঞ হরিমোহন কোনও বিরুদ্ধ কথা লিখিতেন না। রাণাঘাটের সনাতনধর্ম্মরক্ষণী সভা সম্পাদক পরম বৈষ্ণব শ্রীমৎব্রজেন্দ্রগোপাল পাল চৌধুরী মহানুভব কর্তৃক প্রকাশিত সভার বিবরণ পুস্তকে তাঁহার লিখিত বক্তৃতা দেখা যায়।

নানাস্থানে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়া, শান্তিপুরে রামচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তি, হিন্দুধর্ম্মরক্ষণী নাম দিয়া এক সভা স্থাপন করেন। হরিমোহন সেই সভার দুই এক অধিবেশনে উপস্থিত হন এবং তাহার সভা হইতে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিছুদিন মধ্যে তিনি বুঝিতে পারেন, সভাটি সদুদ্দেশে—যথার্থই ধর্ম্মরক্ষার্থ—প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এজন্য শেষে সেই সভায় তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন না।

সভাস্থাপনের কিছুদিন পূর্ব্বে রামচন্দ্র সেন হিন্দুবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, সাকারজ্ঞানমূলক হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়িনী শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহার তাদৃশী শিক্ষা দিবার উপযুক্ত জ্ঞান কিছুমাত্র ছিলনা ; ঐ উপলক্ষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় সংস্থান করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি শান্তিপুরের অনেক সরলমতি হিন্দু তদীয় বিদ্যালয়ে আপন আপন বালক পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার্থ ধর্ম্মানুরক্ত ধনাঢ্য হিন্দুগণের সাহায্য পাইবার

আশয়ে সেন মহাশয়, "হিন্দুধর্ম্মরক্ষণী" সভা স্থাপন করেন। হিন্দুধর্ম্ম যাউক, আর থাকুক তাহাতে তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি ছিলনা; সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অনুপায় উপায়েই তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি। যে সভার সংস্থাপকের এরূপ লক্ষ্য—যে সভার মূলে ধর্ম্ম নাই, ভগবদ্ভক্তি নাই,—তাহাতে কি কাহারও সাহায্যলাভ সম্ভবনীয়? সেন মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মরক্ষণী-সভায় কোনও হিন্দু ধনী সাহায্য দান করিলেন না। যাহার উদ্দেশ্য নীচস্বার্থ, বিনা স্বার্থে সে সভা কতদিন থাকিবে? কিছুদিন পরেই রামচন্দ্র সেনের হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষণী সভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। বেতন আদায় হইত বলিয়া বিদ্যালয়টি থাকিল। এই বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী একজন যুবা শিক্ষাদানার্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিমোহন তাহা অবগত হইয়া হাস্য করিয়া বলেন,—যে সরিষায় ভূত ছাড়িবে, সেই সরিষাই যদি ভূত হয়, তবে কিরূপ ফল দর্শে, সহজেই বুঝা যাইতে পারে! হরিমোহন হিন্দুর বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম শিক্ষক নিযুক্ত করা দোষাবহ মনে করিতেন না; কারণ তিনি ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু বলিয়াই জানিতেন,—উপবীত ত্যাগী ব্রাহ্মকেও ব্রাহ্মণ জ্ঞানে প্রণাম করিতেন।—ব্রাহ্ম শিক্ষক দ্বারা রামচন্দ্র সেনের সঙ্কল্প সিদ্ধি হইতে পারে না; ইহাই মনে করিতেন। যে বিদ্যালয় তেত্রিশ কোটি সাকার দেবদেবী পূজা করিতে শিক্ষা দিবে, সে বিদ্যালয়ে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর বিশ্বাসী শিক্ষক দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কেইবা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন! বহু দেবদেবীর পূজারক্ষক রামচন্দ্র সেন অন্তরের সহিত ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, বিচক্ষণ হরিমোহন এরূপ মনে করেন নাই।

তিনি কপটতা ও কৃত্রিমতা দেখিতে পারিতেন না,—ধর্ম্মোপদেষ্টার ভাণ ভাল বাসিতেন না,—স্বার্থগত ধাৰ্ম্মিকতার প্রতি ঘৃণা করিতেন। সেই জন্যই যখনই রামচন্দ্র সেনের স্বার্থলাভোদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার, হিন্দুধর্ম্মরক্ষণী সভায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন।

সাধু হরিমোহন অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ছিলেন; শুদ্ধাচার বিরোধী বলিয়া চর্ম্মপাদুকাব্যবহার করিতেন না; নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেন। এই সময়ে (তাঁহার এই প্রৌঢ়াবস্থায়) পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগ সমাগত হইয়াছিল;—সর্ব্বদা পাদুকাব্যবহারের কাল আসিয়াছিল;—তিনি সে যুগের অতীত ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বভাবের ও আচারব্যবহারের বিন্দুমাত্র বৈপরীত্য ঘটে নাই। পাদুকাব্যবহারে মানুষ সভ্য হয়, তিনি ইহা মনেও করিতেন না। তিনি জানিতেন, জ্ঞানেই মনুষ্য সভ্য হইয়া থাকে। যাঁহার জ্ঞান আছে তিনিই সভ্য। সভ্যতা কি? অসভ্যতা কি?—তাহা জ্ঞানীর অবিদিত নহে। জ্ঞানী জানেন, পরিপাটি পরিচ্ছদ, সভ্যতার পরিচায়ক নহে। পরিচ্ছদের অপারিপাট্যে মনুষ্য অসভ্য হয় না, জ্ঞানহীন মনুষ্যই অসভ্য। হরিমোহন চিরকালই বেশভূষায়—পরিচ্ছদপারিপাট্যে উদাসীন। বেশভূষার বাহ্যিক সভ্যতা তিনি তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। এই সময় তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনর অর্থাৎ নগর-সমাজের সভ্য হইলেন। তাঁহার সমকালে কেহ এখনকার মত মিউনিসিপালিটীর কমিশনর হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেন না। বেড়াইলেও বিদ্যাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি কমিশনর হইতে

পারিতেন না। তখন সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন বিজ্ঞ ব্যক্তিই কমিশনর পদ প্রাপ্ত হইতেন। এই পদ তৎকালে গৌরবের পদ ছিল। হরিমোহন এই পদ প্রাপ্ত হইয়া, অনেকের অনুরোধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবহারোপযোগী এক জোড়া চটিজুতা ক্রয় করিলেন। কেবল মিউনিসিপ্যালিটিতে যাইবার সময় তাহা পায় দিতেন।

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর পদপ্রাপ্তি গৌরবের বিষয় হইলেও, হরিমোহন তাহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হন নাই। তিনি ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বোধ ছিল, প্রত্যেক কমিশনর গ্রামস্থ সাধারণের সেবক—হিতব্রতে ব্রতী। রামনগর-পল্লীতে হরিমোহনের বাটীর সন্নিকটে সন্ধ্যা উপাধি-খ্যাত দিননাথ নামে একজন লোক ছিলেন। তিনি হরিমোহনের বাল্য-সহচর—ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতে যাইতন। একদিন দিননাথ হরিমোহনকে চটিজুতা পায় দিয়া বাটীর বাহির হইতে দেখিয়া বলিলেন, ছোটবাবু! যদি জুতা পায় দিবেনই, তবে এক জোড়া বুটজুতা আনাইয়া পায় দেন। সহৃদয় হরিমোহন, তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি যে আবার ঠাট্টা কর দেখিতেছি। বলা বাহুল্য, দিননাথ তাঁহাকে জুতা পায় দিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, কৌতুকচ্ছলেই এই কথা বলিয়াছিলেন। হরিমোহন নিজে পাদুকাব্যবহার করিতেন না বলিয়া, অন্যের পক্ষে তাহা দোষাবহ ভাবিতেন না। তিনি জানিতেন, কর্ম্মীর পক্ষে উহা দূষণীয় নহে। সংসারে কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী,—কেহ বা ভক্ত। প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা—প্রত্যেকের আচার অনুষ্ঠান

ভিন্ন, প্রত্যেকের পরিচ্ছদও ভিন্ন। বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারের রীতিই ঐরূপ। ভক্তিলাভের জন্য বৈরাগ্যই তাঁহার পাদুকা-ব্যবহার না করিবার প্রধান হেতু। হরিমোহন আযৌবন ভোগসুখ বিরাগী পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের পক্ষে চর্ম্ম-পাদুকা-ব্যবহার অত্যন্ত নিষিদ্ধ। চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার দূরে যাউক, বৈষ্ণবের পক্ষে অঙ্গরক্ষা গাত্রে দেওয়াও অতিশয় বিধিবিরুদ্ধ। পণ্ডিতের পক্ষেও এই ব্যবস্থা। শূদ্র হইলেও হরিমোহন প্রবীণ পণ্ডিত। এই জন্য তিনি কখনও অঙ্গে অঙ্গরক্ষা ধারণ করেন নাই। গোস্বামী অথবা বৈষ্ণবের অঙ্গে অঙ্গরক্ষা দেখিলে তিনি বিস্মিত হইতেন।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী লোকই কীর্ত্তনিয়া হইয়া থাকেন। কীর্ত্তনিয়াগণের জামা গায় দিয়া কীর্ত্তন করা নিষিদ্ধ। হরিমোহন কোনও কীর্ত্তনিয়ার গাত্রে জামা দেখিলে বড়ই বিরক্ত হইতেন।

মধুসূদন দাস (দে) নামক শান্তিপুরের জনৈক ব্যবসায়ী কীর্ত্তনিয়া হরিমোহনের ঠাকুরবাড়ীতে রাস ও ঝুলান পর্ব্বের কয়েকদিন কীর্ত্তন করিতেন। পর্ব্ব শেষ হইলে একদিন অপরাহ্নে বিদায়-কীর্ত্তন হইত। একবার বিদায়-কীর্ত্তন কালে কৈলাস সরকার নামে এক ব্যক্তি জামা গায় দিয়া কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছিল; হরিমোহন তাহা দেখিয়া দিননাথ সন্ন্যাকে ডাকিয়া বলেন, ঐ লোকটি কে? ও জামা গায় দিয়া কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছে কেন? উহাকে জামা খুলিয়া রাখিয়া আসিতে বল। দিননাথ তখনই তাহাকে বাবুর আদেশ জানাইলেন। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া জামা রাখিয়া আসিল। মূলকীর্ত্তননিয়া মধুসূদন দাস এই ব্যাপারে লজ্জিত হইলেন।

হরিমোহন ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন শুনিবার সময়ে আসনে উপবেশন করিতেন না। তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে আসনের বন্দোবস্তই ছিলনা। অন্যান্য শ্রোতাদেরও নিরাসনে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে হইত।

এই সময়ে সাধু হরিমোহন, সাধনগুণে যোগবলের ন্যায় আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। সেই শক্তি দ্বারা তিনি সাধারণ জ্ঞানের অতীত কোনও কোনও বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন। সেই অদ্ভুত শক্তির একটি কার্য্যের কথা আমরা এস্থলে লিখিতেছি।

একদা ঠাকুরবাড়ীর অধিকারী হরিমোহনকে প্রসাদ পাইতে বসিতে বলিলে, তিনি বলিলেন, ঠাকুরের ভোগ হয় নাই, কেমন করিয়া প্রসাদ পাইব? অধিকারী উত্তর করিলেন, ভোগ দিয়াছি। হরিমোহন কহিলেন, সে ভোগ বৃথা হইয়াছে, পুনরায় ভোগ দেওগে। অধিকারী এই কথা শুনিয়া ভোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অন্নস্তূপের মধ্যে একখানি মৎস্যের কাঁটা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া অধিকারী ভাবিলেন, বাবু ইহা কিরূপে জানিলেন! ইহাত তাঁহার জানিবার কথা নহে; তিনি রাঁধিবার চাউল চক্ষে দেখেন নাই, ভক্তিবলে কি ইহা জানিলেন? এই ভাবিয়া তিনি হরিমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু, ঠাকুরের ভোগ বৃথা হইয়াছে, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন? হরিমোহন উত্তর করিলেন, আমার বোধ হইল, আজি ভোগ হয় নাই। ইহা শুনিয়া অধিকারী অবাক হইলেন। অনন্তর তিনি স্বতন্ত্র আয়োজন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন। হরিমোহনের প্রসাদ পাইতে বেলা শেষ হইয়া গেল।

জমিদারী বিক্রীত হওয়ায়, হরিমোহনের প্রশস্ত আয়ের পথ

বদ্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি ক্লেশিত বা চিন্তাকুল ছিলেন না; সামান্য ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কিছুতেই তাঁহার অসন্তোষ ছিল না। তিনি সন্তোষ গুণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। কেহ কখনও তাঁহার মুখ মলিন দেখে নাই। বিষয়ক্ষয়ে তিনি ম্লান বা বিষাদিত হইতেন না।

এই সময়ে ক্রমে ক্রমে এক একটা বিষয় বিক্রীত হইতে লাগিল। তিনি অম্লানবদনে বিক্রয়পত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। এ সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দীননাথ বাবু * বর্ত্তমান। দীননাথ বাবু তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিলেন। তাঁহাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। † বিষয় বিক্রয় সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিতে লাগিলেন। এই সময় সাধু হরিমোহনের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যশোদানন্দন উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যদিও হরিমোহন সম্পূর্ণ আশা করিতেছিলেন, কিছুদিন পরে তাঁহার দ্বারা সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইবে; তথাপি যেরূপ বিষয়ক্ষয় হইতেছিল, তাহাতে অবিচলিত থাকা সহজ ব্যাপার নহে। এ অবস্থায়ও ভক্ত হরিমোহনের অধ্যয়ন ও ভক্তি ধর্ম্মানুশীলনের ত্রুটি ছিল না; বরং নিত্য কর্ম্ম—জপ আহ্নি-

---

* হরিমোহনের ধর্ম্মজ্ঞান অশিক্ষিত সাধারণ হিন্দুদের ন্যায় ছিল না। তিনি সাকারোপাসক শ্রীচৈতন্যধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানও ছিল। ব্রহ্মবাদী আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহ আলাপের সময় তাহা সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হয়। দীনবাবু কখনও কখনও বলিতেন, কাকা মনে মনে ব্রহ্মজ্ঞানী।

† এক্ষণে দীনবাবুর সন্তানগণ, যশোদা বাবুর সহিত একত্র রহিয়াছেন। কৃতী যশোদা বাবু তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

কাদির সময় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। * এ সময় তিনি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ঠাকুরবাড়ীতে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পল্লীস্থ বালকেরা ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে গেলে হরিমোহন অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। তাহাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ ও আদর প্রদর্শন করিতেন। এই সময় কয়েকজন বালক ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন শিক্ষার্থে যাইতে লাগিল। তাঁহার স্নেহ ও আদরে উৎসাহিত হইয়া. তাহারা সুনিপুণ গায়ক ও বাদক হইল।

নিয়ত অধ্যয়নে তাঁহার চক্ষু এরূপ হইয়াছিল যে, অন্য বস্তু দেখিতে হইলে বিশিষ্টরূপে দৃষ্টিপাত করিতে হইত। যে সকল বালক রাত্রিকালে ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন শিক্ষা করিতে যাইত, দিবসে তাহাদের অন্যরূপ দেখিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,— ইহাদিগকে রাত্রিতে একরূপ দেখি, দিনমানে অন্যরূপ দেখি। অন্য বস্তুর দর্শন সম্বন্ধে দৃষ্টি এইরূপ; কিন্তু তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গ্রন্থপাঠ করিতে পারিতেন। ঠাকুরবাড়ীতে বহু উর্দ্ধস্থ একটিমাত্র লণ্ঠনের আলোকে তাঁহাকে পাঠ করিতে দেখা গিয়াছে। ঠাকুরবাড়ীতে শিবনাথ প্রামাণিক নামক একজন প্রাচীন লোক, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কীর্ত্তন করিতেন। তিনি কীর্ত্তনিয়াদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। সকলে তাঁহাকে ওস্তাদ বলিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না; সন্তানাদিও ছিল না। তিনি যখন পীড়িত হইতেন, উদারস্বভাব হরিমোহন, তাঁহার তত্ত্ব লইতেন এবং চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতেন।

---

* হরিমোহন জপ আহ্নিকের সময় বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর ন্যায় বেশ ধারণ করিতেন। সে সময় তাঁহাকে দেখিলে গৃহী বলিয়া বোধ হইত না।

মৃদঙ্গশিক্ষার্থী মথুরামোহনও একবার উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, তাঁহার সবিশেষ সহানুভূতি লাভ করেন। হরিমোহন বাবু, কবিরাজ শ্রেষ্ঠ কালিদাস সেন মহাশয়কে মথুরামোহনের চিকিৎসার্থে নিয়োজিত করেন।

হরিমোহনের গ্রন্থানুসন্ধান ও সংগ্রহ চেষ্টা কিরূপ ছিল, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। তিনি এত গ্রন্থের সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। তাঁহার কর্তৃক সংগৃহীত হয় নাই, এমন গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ। এমত তত্ত্ব নাই, তিনি যাহার অনুসন্ধান করিতেন না। এমত বিষয় নাই, যাহা তিনি জানিতে চাহিতেন না। এমত সদ্‌গ্রন্থ নাই, যাহা তিনি পাঠ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। যাঁহার নিকট যে গ্রন্থপত্র থাকা তাঁহার সম্ভব মনে হইত, তাঁহারই নিকট তাহা চাহিতেন। তাঁহাকে গ্রন্থপত্র দিয়া সকলেই সুখী হইতেন। অনেকে যাহা দিতেন, তাহা আর লইতেন না। তিনি অনেক গ্রন্থের প্রতিলিপি করিয়া লইতেন। পল্লীস্থ লিপি-কুশল বালকেরা প্রতিলিপি করিয়া দিত। আমার পিতা বলেন, তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী * অনেক গ্রন্থের প্রতিলিপি করিয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে শান্তিপুর তেলিপাড়ার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য (দিল্লওয়ালা) মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘটক নামে হরিপুরের এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ বেড়াইতে আসিতেন। একদিন ফিরিয়া যাইবার সময়, তিনি হরিমোহনের সম্মুখে পড়ি-

* রামকৃষ্ণ দাস, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, কেদার নাথ প্রামাণিক ও পূর্ণ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লেন। অপরিচিত দেখিয়া হরিমোহন, তাঁহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে "ঘটক" উপাধি শুনিয়া সাগ্রহে বলিলেন, আপনাদের নিকট সমস্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বংশপরিচয় লিখিত পুঁথি (কুলপঞ্জিকা) থাকা সম্ভব; যদি থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিতে পারেন কি? ঘটক মহাশয় কহিলেন,আছে দিতে পারি। "দিতে পারেন কি?" বলিতেছেন কেন? আপনাকে দিবার বাধা কি? কোনও পুঁথি কি আপনাকে অদেয় হইতে পারে?—দিয়া সুখী হইব। আপনি চাহিলেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। বুঝিলাম, এতদিনে সে পুথির সদ্ব্যবহার হইবে। ব্রাহ্মণের কুল সম্বন্ধে কোনও প্রস্তাব লিখিবেন বলিয়াই, আপনি চাহিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। হরিমোহন বলিলেন, হাঁ এইরূপই ইচ্ছা। ঐ পুঁথি কোথায় পাইব, ভাবিতেছিলাম। ভাগ্যক্রমে আজি আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুঁথি আনিতে কবে লোক পাঠাইব? ঘটক মহাশয় বলিলেন, লোক পাঠাইতে হইবে না, আমি দিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি সবিনয়ে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

ঘটক মহাশয় পর দিবসই পুঁথি লইয়া উপস্থিত হইলেন। হরিমোহন তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইয়া যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণদের কুলপঞ্জিকা গ্রহণে কি ফলোৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

হরিমোহনের জ্ঞানতৃষ্ণা অতিমাত্র বলবতী ছিল। শিক্ষা করিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত না। অতঃপর তিনি ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। পাঠক অবগত আছেন, বাল্যকালে হরিমোহন পিতার নিকট ইংরাজী

শিক্ষা করেন। তৎপরে কোনও ব্যক্তি বিশেষের নিকট আর ইংরাজী পড়েন নাই। তথাপি তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষার ন্যায় ইংরাজীতেও সবিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি প্রথম পাঠ্য পুস্তক এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে বর্ত্তমান ইউরোপের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষা ও অনেকগুলি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলেই উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। * এই সময়ে হরিমোহনের বয়স ৪৫ বৎসর।

---

* ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার কি প্রকার আনুরক্তি ও অধ্যবসায় ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত দুইখানি পত্রে ব্যক্ত হইবে। প্রথম পত্রখানি ১৮৭১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে শান্তিপুর হইতে রেভারেণ্ড স্যামুয়েল ডাইসন্ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। সে পত্র এই :—

Sir,

An attentive Perusal of the Greek Gospels has incited in me a great curiosity of reading the original Pentateach I presume the refare to ask your directions as to which Hebrew and English Grammar may be found te be the most appropriate for a beginner.

I have &c.
HARI MOHAN PRAMANICK.

দ্বিতীয় পত্রখানি কলিকাতার বেণিয়াটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, ১২৭৮ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। সে পত্র এই :—

কল্য সংক্রান্তিতে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লেখাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। তুমি যত শীঘ্র পার, গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের টিপ্পনী ও যে যে টীকা পাওয়া যায়,

হরিমোহনের যেরূপ বাক্য নিষ্ঠা ছিল, গৃহিগণের মধ্যে সেরূপ অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। তিনি যাহা করিব বলিতেন, কদাচ তাহার অন্যথা করিতেন না।

নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী সাতকুল নামক গ্রামে তাঁহাদের একটি চর ছিল। সেই চরটি বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয়। ডালুকা গ্রামের সিংহ উপাধি খ্যাত জনৈক ভদ্রলোক তাহা ক্রয় করিতে চাহেন। হরিমোহন তাঁহার কথায় সম্মত হন। ডালুকার প্রসিদ্ধ উকীল বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জানিতে পারেন, যে সাতকুলের চর বিক্রীত হইবে। সিংহেরা তাহা ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চরটি বিলক্ষণ আয়জনক বলিয়া তিনি হরিমোহন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, সাতকুলের চর বিক্রীত হইবে শুনিতেছি, কথাটা কি সত্য? হরিমোহন বাবু বলিলেন, হাঁ সত্য। আপনার প্রতিবেশী সিংহ বাবুরা কিনিবেন। রাম বাবু বলিলেন, আমি কিনিতে ইচ্ছা করিতেছি। হরিমোহন বাবু কহিলেন, তাঁহাদের কাছে বেচিব বলিয়াছি, কিরূপে অন্যথা করি? রাম বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়না লইয়াছেন কি? হরিমোহন বাবু উত্তর করিলেন, বায়না লই নাই; তথাপি যাহা বলিয়াছি, কেমন করিয়া তাহার অন্যথা করিব? চরটি লইতে রাম বাবুর অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল,

---

তৎসমুদায় এবং গোস্বামী গ্রন্থের তালিকা পাঠাইলে ভাল হয়। শ্রীশ্রী৺গ্রন্থ লেখা তোমার অপেক্ষায় বন্ধ রহিল। ঐ সকল টীকা টিপ্পনী না হইলে কিরূপে লেখাই? এক গ্রন্থেই সব টীকা লেখাইতেছি। তোমার সেই জিন্দ্ ভাষার ব্যাকরণ অদ্যাপি পাই নাই; উহার জন্য পুনর্ব্বার লিখিলাম।

শুভার্থিনঃ

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামিনঃ।

তিনি বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, আপনার বাটীতে আসিয়া এত আগ্রহ জানাইতেছি আমাকে নিরাশ করা কি উচিত? আমি অধিক টাকা দিয়া লইতে প্রস্তুত—আমার কাছে বিক্রয় করুন। হরিমোহন কহিলেন, ও কথা বলিবেন না; আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। এই কথায় রাম বাবু সক্রোধে কহিলেন, তুমি নির্ব্বংশ হও। হরিমোহন ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের পক্ষে উহা গালি নহে;—আশীর্ব্বাদ। বৈষ্ণবের বংশ থাকা অপরাধের চিহ্ন, নির্ব্বংশ হওয়াই পুণ্যের পরিচয়—পরম মঙ্গল। আপনি রাগ করিয়া অভিশাপ দিতে বর দিলেন। হরিমোহনের ধীরতা ও প্রবীণতাব্যঞ্জক এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাম বাবু লজ্জিত হইলেন; বুঝিলেন, কোনও মতেই কার্য্যোদ্ধার হইবে না।

এই সময়ে একদিন, হরিমোহন বাবুদের ঠাকুরবাড়ীতে একজন উন্মাদগ্রস্ত ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হয়। অধিকারীরা তাহাকে অতিথি মনে করেন। সে ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া, নারায়ণের সিংহাসন দেখিয়া চুরি করিবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং কোনও দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া নারায়ণ সহিত সেই সিংহাসন লইয়া, প্রস্থান করে। কিয়ৎক্ষণ পরে অধিকারী ভোগ দিতে গিয়া দেখেন, নারায়ণ নাই। অতিথি ব্রাহ্মণ চলিয়া গিয়াছে। বাবুদের নিকট এই ঘটনার সংবাদ গেল; হরিমোহন বাবু দীনদয়াল বাবু ও অন্যান্য অনেকে ঠাকুরবাটীতে উপস্থিত হইলেন। সকলেই বুঝিলেন, অতিথিই চোর। চারিদিকে তাহার সন্ধান হইতে লাগিল। কেহই

সন্ধান পাইল না। অনেকে মনে করিলেন, চোর নারায়ণ লইয়া কি করিবে? সে নারায়ণ কোথাও ফেলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কথায়, নারায়ণ অন্বেষণ করা হইল; কিন্তু প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

নারায়ণে বাবুদের অত্যন্ত ভক্তি, সেই নারায়ণ আবার সাধারণ নহে;—তাঁহাদের পিতৃপুরুষের বহু চেষ্টায় সংগৃহীত শ্রীধর মূর্ত্তি। এজন্য সকলেই অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইলেন। ভক্ত হরিমোহন গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া, ঠাকুরবাড়ীতে অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। এই ভাবে দুই অহোরাত্র গত হইল। তৃতীয় দিবস এক প্রহর বেলা'র সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, মালীপোঁতায় এক ব্রাহ্মণ একটি নারায়ণ পাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বাবুদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীধর সরকার মহাশয় ও রূপচাঁদ নামক প্রধান অধিকারী একজন দ্বারবান্ সঙ্গে করিয়া মালীপোঁতায় গমন করিলেন। নারায়ণ পাওয়া গেল। সকলের চিন্তা দূর হইল। হরিমোহন ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে, হরিমোহনের বৈষয়িক অবস্থার অতিমাত্র অবনতি হইল। চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা, নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি যশোদাবাবুর উপার্জ্জনের প্রতীক্ষায় থাকিতে পারিলেন না।* অগত্যা চাকরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের চেষ্টায় পাকুড় রাজসরকারে একটি চাকরী মিলিল। হরিমোহন অধ্যয়ন, গ্রন্থলিখন ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া,—১৭৯৫ শকের শ্রাবণ মাসে—চাকরী করিতে

* এই সময় যশোদা বাবু এম. এ ক্লাশে পড়িতেছিলেন।

গমন করিলেন।* এই সকল ত্যাগ করা, তাঁহার পক্ষে অতীব ক্লেশকর হইয়াছিল; কিন্তু কি করিবেন, যথারীতি ঠাকুর সেবা ও পারিবারিক সম্ভ্রমরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহের স্থিরতর উপায় কিছুই নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যশোদানন্দন, উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেই চাকরী ত্যাগ করিবেন। শুনা যায়, ইষ্টনিষ্ঠ সাধু হরিমোহন চাকরী করিতে যাওয়াকে মৃত্যুমুখে যাওয়ার ন্যায় ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মরিতে যাইতেছি।" বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় বিষয়বিরাগী সাধুর পক্ষে চাকরী করা, মৃত্যুরই তুল্য। ইতিপূর্ব্বে তিনি "ইউরোপীয় সমস্ত ভাষা সংস্কৃত মূলক" এই বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, চাকরী করিতে গেলে তাহা সম্পন্ন হইবে না বলিয়া চিন্তিত হইয়াছিলেন। সে গ্রন্থ রচনা আর সমাপ্ত হয় নাই। সূত্রপাত দেখিয়া বোধ হয়, সমাপ্ত হইলে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত হইত।

আমার পিতা ঠাকুর বলেন, ছোট বাবুর চাকরী করিতে গমন করিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আলাপ করাইয়া দিবার জন্য আমি বাবু রাধিকাপ্রসাদ মৈত্রেয় মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া, তাঁহার নিকট লইয়া যাই। তখন তিনি তাঁহার অন্দর বাটীর দক্ষিণদিকস্থ দ্বিতলগৃহে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করিতেছিলেন। আমার সঙ্গে রাধিকা বাবুকে দেখিয়া সাদরসম্ভাষণে তাঁহার

---

* ভক্ত হরিমোহন নারায়ণ বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদান্ন ব্যতীত অন্য অন্ন ভোজন করিতেন না; একারণ পাকুড় গমন করিবার সময় নারায়ণ সেবায় অধিকারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করাইবার অভিপ্রায়ে একজন প্রতিবেশী সদ্‌ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইলেন।

সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমি রাধিকা বাবুর নামধামাদি পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলাম। বিনম্রস্বভাব সেই শূদ্রকুলভূষণ, ব্রাহ্মণ জানিয়া, বয়োকনিষ্ঠ রাধিকা বাবুকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর পাঠ বন্ধ করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া আলাপ করিলেন। সমাজতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন। পরে চাকরী করিতে যাইবার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, চাকরী করিতে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই; অগত্যা যাইতে বাধ্য হইয়াছি। আমি এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, চাকরীতে নিযুক্ত হইলে কিরূপে তাহা সম্পন্ন হইবে, তাহাই ভাবিতেছি। ইচ্ছা আছে, যশোদা উপার্জ্জনক্ষম হইলেই চাকরী ত্যাগ করিব। যদি ফিরিয়া আসি, আবার সাক্ষাৎ হইবে।

রাধিকা বাবুর পরিচয় দিবার সময়, আমি বলিয়াছিলাম, ইনি উপবীত ত্যাগী ব্রাহ্ম। তাহা শুনিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিহীন উদারমতি ছোট বাবু, হিন্দুত্বাভিমানী ক্ষুদ্র জনের ন্যায় রাধিকা বাবুর প্রতি কিছুমাত্র অবজ্ঞা অথবা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। "ব্রাহ্ম" এই কথা শুনিয়াই বোধশক্তি-বিহীন গোঁড়া হিন্দুর ন্যায় নাসিকা কুঞ্চন করেন নাই। তাঁহার সহিত অকপট ভাবে আলাপ করা, অনর্থক বা দোষাবহ মনে করেন নাই।*

বৈষ্ণবের শিরোধার্য্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন :—

জ্ঞানযোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব,
ব্রহ্ম, আত্মা রূপে তাঁরা করে অনুভব।

উপবীত ত্যাগী আমাদের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি মহাশয়কে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মণ বোধে প্রণাম করিতেন। আমি একদিন ছোট বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বিজয় বাবুর পৈতা নাই; তবু আপনি তাঁহাকে প্রণাম করেন কি জন্য? তিনি বলিয়াছিলেন, বিজয় বাবু গোস্বামীর সন্তান, ইহা জানি, সেই জন্যই প্রণাম করি। তাহা ছাড়া যথার্থ ব্রাহ্মণের যে যে গুণ থাকা উচিত, বিজয়কৃষ্ণে তাহার সকল গুণই বর্ত্তমান। পরম হিন্দু হরিমোহন, শান্তিপুর ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন সম্পাদক উপবীতত্যাগী বাবু প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়কেও ব্রাহ্মণ জ্ঞানে প্রণাম করিতেন। ভক্তিশূন্য, জ্ঞানহীন, অহংজ্ঞানিগণ, তাঁহার এই আচরণের বিরুদ্ধ বাদী নহেন কি? যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস, প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান, মনুষ্যকে ভিন্নভাব প্রদান করে,—সাধারণের আচরণ হইতে ভিন্নাচারী করিয়া তুলে। প্রকৃত ধার্ম্মিক, যথার্থ বিশ্বাসী, ভক্তিমান্ হরিমোহন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল ছিলেন।

ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভক্ত হরিমোহনের শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান ও প্রেমভক্তির প্রভাব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। গোস্বামি-মহাশয় হরিমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শেষ জীবনে শিষ্য ও ভক্ত সমাজে তাঁহার বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরকে জ্ঞানমার্গে ভজনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মরূপে এবং যাঁহারা যোগমার্গে ভজনা করেন, তাঁহারা আত্মারূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া থাকেন।

এই বোধেই হরিমোহন ব্রহ্মোপাসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন না।

ইহাও বলিয়াছেন, হরিবাবুর কৃপায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনিই আমার বৈষ্ণবধর্ম্ম-জ্ঞানের প্রথম গুরু।

শ্রীপাদ বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুর অবস্থান কালে ২।৪ দিন অন্তর সাধু হরিমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; হরিমোহনের নিকট হইতে বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মগ্রন্থ এবং পুরাণাদি লইয়া যাইতেন।

ধর্ম্মপিপাসু ধননিস্পৃহ হরিমোহন বিষয়কর্ম্ম করিতে গমন করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম করিতে হইল না। ভগবান্ তাঁহাকে বিষয়কর্ম্ম করিবার জন্য প্রেরণ করেন নাই। বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার এক মাস পরেই ভাদ্র দ্বাদশীর দিবসে তাঁহার জীবন অভিনয়ের শেষ যবনিকা পতিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কয়েক দিবস, তিনি পাকুড়াধিপতির বিষয় কার্য্য পরিদর্শনার্থ গুরুতর পরিশ্রম ও আহার নিদ্রার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। তৎপরে সেই অসুস্থ শরীরে জন্মাষ্টমীর উপবাস করিয়া, সমস্ত দিন জপতপ লইয়া থাকেন। জপকালে বাহিরে ছিলেন, সেই সময়ে বৃষ্টি আসিল; তিনি জপ ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন না; বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত হইল। ইহাই তাঁহার দেহ ত্যাগের প্রধান হেতু। ইহাতে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইল; পীড়া হইল। সেই পীড়াই দ্বাদশীর দিন তাঁহার ইহলৌকিক জীবন শেষ করিল।

পীড়িত অবস্থায়ও তিনি উত্তমকল্প একাদশীর বিধি পালন করিয়াছিলেন। দেহ ত্যাগের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও, তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন।

ভগবদ্ভক্ত পবিত্রচরিত্র হরিমোহন, ইহলোক হইতে অন্তর্হিত

হইলেন। তিনি এখন সাধুর উপযুক্ত উন্নত অবস্থায়—মুক্তভাবে বৈকুণ্ঠধামে * বাস করিতে লাগিলেন। ইহলোকে আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। পুত্র কন্যাদি আত্মীয়গণের সঙ্গে তাঁহার জড় দেহের ও ইহলৌকিক জীবনের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল; কিন্তু তাঁহার আত্মার সম্বন্ধ গত হইল না। সে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অনন্ত কাল থাকিবে। আত্মীয়গণ তাঁহার দেহবন্ধনশূন্য—বিমুক্ত—আত্মার প্রতি চিরকাল সমুচিত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করুন।

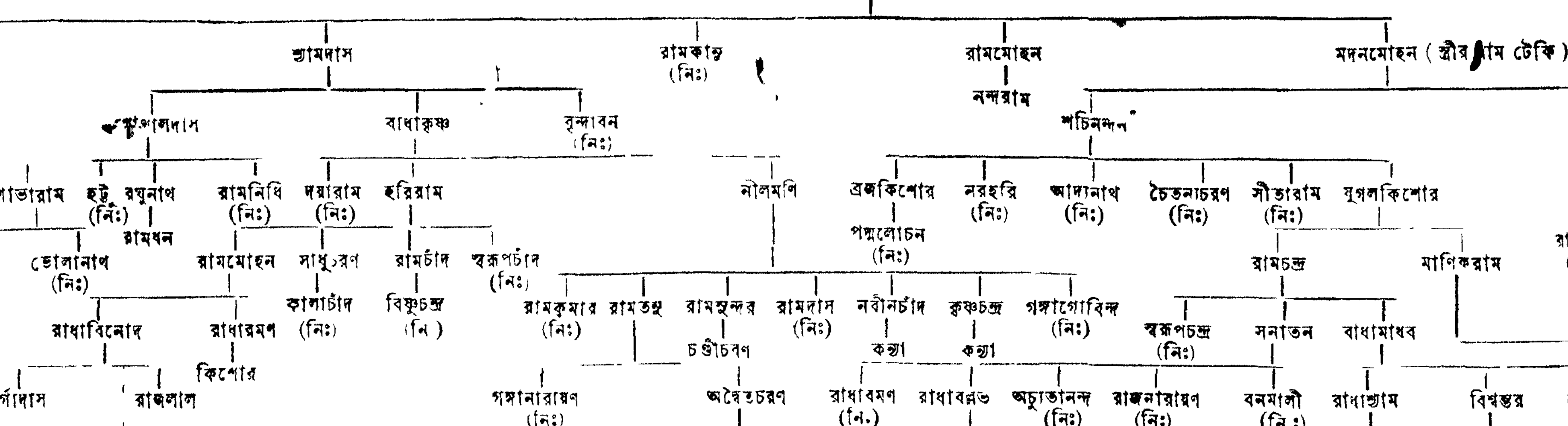
সাধু হরিমোহনের জীবনের তুল্য পবিত্র জীবন, তাঁহার সমকালে শান্তিপুরে আর কাহারও ছিলনা। শান্তিপুরে জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যবস্থাদাতা বা মীমাংসক অনেক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ন্যায় বহুভাষাভিজ্ঞ—সকল তত্ত্বজ্ঞ কে ছিলেন?—তাঁহার ন্যায় সুধীর শান্ত নিরহঙ্কার সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মগতপ্রাণ ভগবদ্ভক্ত কে ছিলেন? কেহই না। তাহাতেই আমরা তাঁহাকে "শান্তিপুর-রত্ন" বিশেষণ প্রদান করিয়াছি। ইহা সর্ব্বতোভাবেই তাঁহার উপযুক্ত বিশেষণ।

সম্পূর্ণ।

---

* দৃশ্যমান জড়জগতের অতীত একটি চিৎজগৎ বা অধ্যাত্ম জগৎ আছে। তাহাকে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠধাম বলে।

তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত জীবাত্মা ইহলৌকীক অবস্থা অপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থায় অধিরোহণ করে। তখন আর জড়ানুভূতি থাকে না; সকলই চৈতন্যময় দৃষ্ট হয়। যে অবস্থায় স্থিত হইলে এই প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে, তাহাকেই বৈকুণ্ঠধাম বা অধ্যাত্ম জগৎ বলা যায়।


শ্যামদাস
রামকান্ত (নিঃ)
রামমোহন
মদনমোহন (স্ত্রীর
াম টেকি)
নন্দরাম
শচীনন্দন
গোপালদাস
রাধাকৃষ্ণ
বৃন্দাবন (নিঃ)
াভারাম
হুট্টু (নিঃ)
রঘুনাথ
রামনিধি (নিঃ)
দয়ারাম (নিঃ)
হরিরাম
নীলমণি
ব্রজকিশোর
নরহরি (নিঃ)
আদ্যনাথ (নিঃ)
চৈতন্যচরণ (নিঃ)
সীতারাম (নিঃ)
যুগলকিশোর
রামধন
পদ্মলোচন (নিঃ)
ভোলানাথ (নিঃ)
রামমোহন
সাধুচরণ
রামচাঁদ
স্বরূপচাঁদ (নিঃ)
রামচন্দ্র
মাণিকরাম
কালাচাঁদ (নিঃ)
বিষ্ণুচন্দ্র (নি)
রামকুমার (নিঃ)
রামতনু
রামসুন্দর
রামদাস (নিঃ)
নবীনচাঁদ
কৃষ্ণচন্দ্র
গঙ্গাগোবিন্দ (নিঃ)
রাধাবিনোদ
রাধারমণ
স্বরূপচন্দ্র (নিঃ)
সনাতন
রাধামাধব
চণ্ডীচরণ
কন্যা
কন্যা
কিশোর
র্গাদাস
রাজলাল
গঙ্গানারায়ণ (নিঃ)
অদ্বৈতচরণ
রাধারমণ (নি.)
রাধাবল্লভ
অচ্যুতানন্দ (নিঃ)
রাজনারায়ণ (নিঃ)
বনমালী (নিঃ)
রাধাশ্যাম
বিশ্বম্ভর